

ଅଞ୍ଜଳି

୧୫୨୭

ANTALI 2016  
DURGA PUJA MAGAZINE





*Photography by Bulu Dey*

## সূচীপত্র

আমাদের পূজো ~ Utpal Roychowdhury 4

সাথী ~ Pravat Hazra 5

কলিযুগের গাথা ~ Surama Das 6

অনামিকা ~ Surama Das 7

একলা আপন ~ Arnab Dasgupta 8

আর্জি ~ Bithika Rudra 9

ভাইটু মামার কাণ্ডকারখানা ~ Sushovita Mukherjee 10

রঙ-বেরঙ ~ Gautam Sarkar 13

অবসর ও আমরা: কিছু দৃশ্য, কিছু চিন্তা ~ Kokila Bhadra 18

রক্ত চাই ~ Gautam Sarkar 20

মায়ের লেখনীতে Bharati Mukherjee, and Pradipta Chatterji 21

WhatsApp-এর মাধ্যমে পাওয়া ~ Bharati Ghosh 25

Feminism ~ Madhavan Murali 34

Haikus to dusk: Words Asish Mukherjee, drawing ~ Amrita Chatterji 35

Durga Puja In America - American Roofs ... Indian Roots ~ Sankar Chanda 36

Binghamton: the Blue and the Green ~ Sushma Madduri 39

Greece – a tryst with the past ~ Asish Mukherjee 42

অলঙ্করণ : সোহিনী ব্যানার্জি

Dateline: Orlando, Florida -random musings of a true-blue Bangali in a Yankee city ~ Sujit Mukherjee 46

Sgnificance of Durga puja in different parts of India ~ Archana Susarla 49

Waterlilies-hobby, turned into passion ~ Bulu Dey 51

The Indian diaspora in the U.S.A - a promising future ~ Dilip Hari 53

Bits and pieces from Beijing Travel ~ Pradipta Chatterji 58

### Photography

“Mayejhiye/Mayepoye” (Mother-Daughter/Mother-Son) ~ Damayanti Ghosh 31

### Drawing and Painting

Giving Tree & Farm House ~ Ella Bagchi 26

Weather Teller ~ Lisa Singh 27

Sports ~ Reah Singh 27

Fishing ~ Roshni Ray 28

Fishing boat & The Lagoon ~ Amrita Banerjee 29

Dal Lake ~ Dipa Dasgupta 30



# Message from the Board

*Dear Friends,*

*The Greater Binghamton Bengali Community will celebrate Durga Puja on October 1, 2016. This will be our ninth celebration of this auspicious event. We take this opportunity to pay our humble & heartfelt homage to the supreme mother. The support and the spontaneous participation of our community members from the region strengthen our common bond each year and this year is no exception.*

*We thank all of our volunteers for their involvement in the planning and execution of different aspects of the entire Durga Puja program. So many of the volunteers have contributed their time and effort in so many different ways. We are deeply indebted to all of them.*

*Like previous years, the evening program will present local talents. The after dinner music extravaganza will showcase Bollywood music, complemented by a plethora of Bengali songs. We cordially invite your family and you to join us on this festive occasion and make the 'Durga Puja-2016' celebration a grand success.*

*Sincerely,*

*2016 Durga Puja Committee  
Greater Binghamton Bengali Association  
<http://www.binghamtonpuja.org/>*





## সম্পাদকীয়

আমাদের এই ছোট্ট শহরের আরও ছোট বাঙালি সমাজের দুর্গাপূজা এবারে নয় বছরে পড়লো। সামান্য কয়েকজন সদস্য মিলে আমাদের পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে অসীম ন্যায়, নিষ্ঠা, ভালবাসা ও আনন্দের সঙ্গে।

দেশে ও বিদেশে সকল দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বাঙালি চিরদিনই প্রকাশ করে চলেছে তার ধর্ম, সংস্কৃতি, ও সামাজিকতা। দুর্গাপূজার উদযাপনে দেখা যায় বাঙালির শিল্প, সংস্কৃতি, এবং সৌন্দর্য বোধের অনন্য এবং সৃষ্টিশীল সমন্বয়। শারদ সাহিত্য চিরদিনই দুর্গাপূজার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে থেকেছে। এই ঐতিহ্য বজায় রেখে আমরাও প্রতি পূজাতে আমাদের পূজা পত্রিকা অঞ্জলি প্রকাশ করি; প্রতিবারের মতো এবারেও আমাদের সাহিত্য নিবেদন অঞ্জলি আপনাদের কাছে নিয়ে এলাম আপনাদের ভাল লাগার আশায়।

সাহিত্য মানুষকে ন্যায়ের পথে চালনা করার প্রচেষ্টা। সাহিত্যেই আবহমান কাল ধরে প্রতিফলিত হয়ে এসেছে সেই সময়ের সমাজ, পরিবেশ, এবং তৎকালীন পৃথিবীর মূল ঘটনাবলি। এইভাবে সাহিত্য চিরকাল মানুষকে তার পারিপার্শ্বিকতার বিষয়ে অবহিত করে এসেছে।

আজকের সারা বিশ্বের সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা সাধারণ মানুষের শান্তি, স্বস্তি এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রার র বিষয় ঘটাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া, ইউরোপের প্যারিস, ব্রাসেলস, জার্মানি, বাংলাদেশের ঢাকা, ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ক্রমান্বয়ে ঘটে চলেছে সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপ। কিছু বিপথগামী অথবা বিভ্রান্ত মানুষের এই ধ্বংসাত্মক ও অনিষ্টকারী কাজ কর্ম সারা বিশ্বেই ক্রমবর্ধমান। কিভাবে এদের রোধ করা সম্ভব তার হৃদিশ কোনোভাবেই মিলছেনা।

সেই পুরাণের যুগে দেবী বন্দনার মাধ্যমে রামচন্দ্র করেছিলেন শক্তির আহ্বান...অন্যায়ের বিনাশের আশায়। দুর্গাপূজার অন্তর্নিহিত অর্থই হোল দুষ্টির দমন আর শক্তির প্রসারণ। মা সিংহবাহিনী রূপে মহিষাসুররূপী অন্যায়ের দমন করে স্বর্গে ও মর্তে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন শান্তি ও শৃঙ্খলা। আমাদের এখন সেই শক্তিরূপি মাকে বড়ই দরকার বর্তমান পৃথিবীর অন্যায়ের সমাধানের জন্য। আজ সারা জগতের মানুষের সবচাইতে বেশি

প্রয়োজন...শক্তির ও শৃঙ্খলার ... আমরা জানিনা কিভাবে আমরা এই বিশ্বশান্তি স্থাপন করতে পারবো।

তাই আজ মায়ের কাছে আমরা সারা জগতের কল্যাণ ও শক্তির জন্য কামনা জানাই।

আপনাদের সবাইকার জন্য রইল অনেক প্রীতি, শুভেচ্ছা, ও শুভকামনা অঞ্জলির পক্ষ থেকে।

আপনারা যাঁরা সাহিত্য ও শৈল্পিক অবদানের দ্বারা অঞ্জলিকে সম্ভব করেছেন তাঁদের জন্য রইল আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি



## আমাদের পূজো

আবার মা দুর্গা সগৌরবে ফিরে আসছেন পিট্রালয়ে। আমরা সবাই আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি তাঁকে বরণ করে নেবার জন্যে। প্রবাসী বাঙ্গালী আমরা। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তেই সবাই দেখে একই ছবি। প্রতীক্ষারত বাঙ্গালী দিন গুণে যাচ্ছে, আর কতদিন বাকি পূজোর। বৃহত্তর বিংহ্যামটনের বাঙ্গালী সমাজের মনেও আজ একই চিন্তা। প্রস্তুতি নিচ্ছে আমরা এবছর অক্টোবরের এক তারিখ মার আরাধনার, মার পায়ে অঞ্জলি দেবার। শুদ্ধ পঞ্জিকার দিনক্ষণের সাথে আমাদের পূজোর নির্ঘণ্ট মেলে না প্রয়োজনের তাগিদে। সপ্তাহান্তে করতে হয় আমাদের পূজোর অনুষ্ঠান। নিয়মের এটুকু বাইরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও কিছুতেই ঘাটতি থাকে না আমাদের। শাস্ত্রীয় মতে আচার মেনে পূজো, তারপর অঞ্জলি, প্রসাদ, মধ্যাহ্নভোজ, সন্ধ্যায় আরতি, গান, বাজনার আনন্দমেলা স্থানীয় এবং বহিরাগত শিল্পীদের। প্রায় মাঝরাতে যখন অতিথিরা বাড়ী ফিরে যেতে শুরু করেন, তখন সবার মনেই এক প্রশান্ত পরিতৃপ্তি। এটুকুই হচ্ছে প্রবাসে বাঙ্গালীর মাতৃ আবাহনের সারমর্ম। আবহমান কাল (অর্থাৎ, যখন থেকে যথেষ্ট সংখ্যায় বাঙ্গালীরা বিদেশে পাড়ি দিয়েছে স্থায়ী ভাবে থাকবার জন্যে) থেকে আমরা এভাবেই বিদেশে মাতৃ বন্দনা করে আসছি।

পরিবর্তন হচ্ছে কালের চিরন্তন ধর্ম। গত বছরেও ‘আমাদের পূজো’ লিখবার সময় এ নিয়ে মন্তব্য করেছিলাম দু’একটা। এবারেও তাই করতে যাচ্ছি, তবে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে। অনিবার্য ভাবেই ধীরে ধীরে সর্বত্র প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। ভালো মন্দ মিশিয়ে নতুন চিন্তার ছোঁয়াচ লাগছে আমাদের কার্যক্রমে। পুরাতনের সাথে নতুনকে সাবলীল ভাবে মেলানোর প্রচেষ্টা সবার চিন্তাধারায়। বিশ্বের এক অমোঘ নীতি হল এই যে যুগোপযোগী ভাবে যদি বৃদ্ধি না ঘটে, তবে ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। মহাব্রহ্মাণ্ড প্রতি মুহূর্তে অনিবার্য ভাবে বেড়ে চলেছে, বিপরীত মেরুতে একটা ছোট্ট ফুলের কুঁড়ির আপ্রাণ প্রচেষ্টা নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে মেলে ধরবার। আমাদের দুর্গোৎসব যাপনের এই প্রচেষ্টাও একই ভাবে আরও বিকশিত হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা জনাই মায়ের পায়ে। সমবেত ভাবে যদি আমরা সবাই মিলে একই ভাবে অনুপ্রাণিত হই আমাদের আগামীদিনের দুর্গোৎসবগুলো সার্থক করে তোলার জন্যে, তা হলে মা দুর্গা নিশ্চয়ই আমাদের ইচ্ছে পূর্ণ করবেন।



উৎপল রায়চৌধুরী



Born in Shillong, India, educated in India, worked in USA. Retired now. Enjoys community service, traveling and leisurely time.



## সাথী

বেঁধেছি যে গানগুলি মোর  
সাঁঝের শেষে নবীন প্রাতে  
কোথায় তুমি কোন সাথী গো  
গাইবে তুমি আমার সাথে?

গানের যত সুরগুলি মোর  
হয়নি দেওয়া এখনও যে  
কেমন করে জানব আমি  
আমার সাথে গাইবে ও কে?

অসীম পথে কত দূরে  
কত শত তারার মাঝে  
খুঁঝেছি যে বারে বারে  
সুরগুলি মোর পাবার আশে।

গোলাপ চাঁপা বকুল বনে  
কি হবে আর অন্বেষণে?  
রইনু বসে তোমার আশায়  
আসবে যখন আপন মনো

গানগুলি মোর উঠবে জেগে  
তোমার হাতের পরশ লেগে  
সুরের দোলায় দোল দুলিয়ে  
গাইবো মোরা দুজনাতে ।



### **Pravat Hazra**

Pravat Hazra lives in the Boston area, he is a retired professor and renowned writer in the Bengali language in the United States.

## কলিযুগের গাথা

আষ্টে পৃষ্ঠে তুই যে বাধা  
তুই যে হলি কলিযুগের গাথা  
অনন্ত কাল ধরে বয়েই গেলি কত শত বোজা,  
নেই কি তোর কোন অভিযোগ?  
না কি! নেই কোন তোর বোধ!  
তুই যে হলি অনেক ভালো, একেবারেই সোজা।  
করিস দিন রাত কতো কাজ  
নেই কোন তোর নতুন সাজ  
বোঝা নিয়ে ঘাস কতো উঁচু নিচু পথে মনিবের সাথে,  
একই ভাবে দাড়িয়ে থাকিস সেথায়  
নিশ্চয়ই তোর পিঠ টন টন করে ব্যথায়  
সারাদিনের খাটখাটির পর হয় কি তোর ঘুম রাতে?  
কখনো কি জাগে না ইচ্ছে সব ছেড়ে চলে যেতে?  
ভালো থাকতে, ভালো খেতে আর ঘুরে বেড়াতে?  
তবুও তুই পরে আছিস এই মরুভূমির ধূলে,  
যেথায় নেই ঘাসের 'ঘ' পর্যন্ত  
এখানকার মনিবেরা তোর নিষ্ঠুর অত্যন্ত,



পাথর বইয়ে বইয়ে দিলো তোর গায়ের ছাল তুলো  
ঝড় বাদলে মরিস তুই ভিজে ভিজে  
রোদের তাপে ভাবিস করবি কি যে,  
নেই যে যাওয়ার জায়গা তোর এই ত্রিভুবনে,  
জন্ম হয়েছে তোর গাধার ঘরে  
মরতেই হবে তোকে এখানে পড়ে,  
বনে জঙ্গলে যেখানে লুকুবি, আনবে তোকে টেনে টেনে  
লম্বা লম্বা কান দুটো তোর  
ভয়ঙ্কর আওয়াজে করিস আবার শোর,  
তোকে দেখে সবাই হাসে, সবাই মজা করে,  
এত বড় মাথার ভারে  
থাকিস সর্বদাই নুয়ে নুয়ে  
কখনো মনিবেরা ঘুরে বেড়ায় তোর পিঠে চড়ে।  
কখনো যদি দেখিস সেথায়  
তোর স্বজাতিরা ঘুরে বেড়ায়  
দুঃখে যদি পরান কাঁদে তাদের দেখে দেখে,  
বাঁধন ছেড়ে যাবি চলে  
সব কিছু পিছে ফেলে  
হয়তো মুক্তি পেতেও পারিস এই বাঁধন থেকে।

### Surama Das

Surama Das was born in Comilla (located in present Bangladesh). She has intense passion for writing poems on woman's issues. Her poems focus on contemporary human relationship and romanticism and reflects her heightened interest in nature along with her expression of emotion and imagination. She lives in Pune city of Maharashtra, India.



## অনামিকা

সে যে ভালো বেসেছিলো তোমায়  
তুমি ছিলে তার মনের কোনায়,  
তাই সে দেখতো তোমায় লুকিয়ে,  
তোমার ডাগর চোখের পাতায়  
পদ্ম পাতার শিশির ঝুঁয়ে যায়,  
তা যেন অবহেলায় যায় শুকিয়ে  
তুমি ছিলে সবসময়ই আনমনে  
কিন্তু ছিলে তার মনের বনে,  
রঙিন প্রজাপতি যেথায় ঘুরে বেড়ায়,  
সে যে ভালোবেসে ছিলো তোমায়  
তা ছিলো যে তার চোখের ভাষায়,  
তোমার খুশবু যেন তার মনকে হারায়।  
ঐ নীল গগন তলে  
সাদা সাদা খণ্ড মেঘ ছুটে চলে,  
ছিলনা সময় তোমার তার সাথে চলার,  
খোলা বারান্দায় বুলবুলি পাখি  
তোমায় দেখবে বলে মারত উকিঝুঁকি  
ছিলো তোমার মনেও কত কিছু বলার।  
সে যে ছিলো ঐ খানে  
বাঁকা চোখে দেখেছিলো তোমার পানে,  
ছিলোনা সময় তোমার তাকে দেখার,  
ছিলো যে যাতনা তোমার বুকের মাঝে  
ছিলে তুমি উদাসীন সকল কাজে  
এই পৃথিবীতে কোথাও যাওয়ার পথ ছিলনা তোমার।  
তোমার বাগিচা ভরা ছিল ফুলে,  
তারা খেলতো তোমার সাথে হেলে দুলে,  
তুমি বলতে কথা তাদের সাথে সাথে,  
কোন আঙিনায় কে তোমাকে চায়,  
তোমার চাহনিতে কে মূর্তা যায়,

তা ছিলনা তোমার মনের পাতো  
কত দিন গেলো, কত বছর হোলো  
হাওয়ার বেগে ছুটলো সময় এলো মেলো,  
কে রাখে কার খবর কোথায়,  
যার বুকে বিঁধেছিল এই তীর খানি  
জীবনের কত কিছু হয়েছে হানি,  
তীর খানি ছোটাবার ছিল না কেও সেথায়।  
এসেছো একা একা অনেকটাই পথ  
ছুটে চলেছো তুমি ধরবে বলে রথ,  
পার হয়ে এলে খুশির জোয়ারে  
তবুও কাঁদে তোমার মন, তাকিয়ে এদিকে ওদিকে  
যেতেইতো পারে কত কিছু ছুটে অন্যদিকে  
খুশি থাক তাই নিয়ে, যা আছে তোমার খোঁয়াড়ে  
কখনো হোয়ানা অমনি করে আনমনা,  
রয়েছে যে তোমার পিছে তোমার ছোট সোনা,  
বাকি জীবনও পার হয়ে যাবে খুশি মনে,  
ছড়াবে খুশবু তোমার জীবনে আসে পাশে  
বসবে তুমি আঁচল পেতে ঐ সবুজ ঘাসে,  
ফুটবে অনেক লাল ফুল তোমার সেই বনে I

### সুরমা দাশ



## একলা আপন

ছিলে কত আপনার অনাদি অতীতে  
হারিয়েছি স্মৃতি তার জীবন প্রভাতে  
তবু জানি সদা তুমি আছো মোর প্রাণে  
দিনে রাতে জাগরনে শয়নে স্বপনে।  
আঁধার দুঃখ শোক বিষ অমৃত  
ভরা সংসার শেষে আছে তব আলো  
নিরন্তর মহাকাল হয়তো বা ভীত  
আমি নহি তোমায় যে বেসেছি গো ভালো।  
তোমার ভাবনা কেড়ে নেওয়া ব্যস্ততা  
জীবনের কলরোল হাসি আর কথা  
একদিন শেষ হবে—সব শেষ হয়  
শেষ দিয়ে হবে শুরু; আবার সময়  
নিয়ে যাবে কোনো এক অজানার দেশে—  
তোমার করুনা আর প্রেম অবশেষে—  
চরণকমলে তব আনন্দে অপার  
তুমি আর আমি মিলে হবো একাকার।  
তারও পরে যদি কোনো বিরহ বেলাতে  
ফিরাও আবার মোরে এই ধরনীতে  
তোমাতে মিলাব খেলে জীবনের খেলা  
ভালোবেসে আমি একা তুমিও একেলা।



**Arnab Dasgupta**

Arnab lives with his wife Dipa and son Arpan in Utica since 2002. He writes poems for fun and likes 'antomil' in his poems which is not common in modern poetry any more.



## আর্জি

মাথায় এসেছে দারুণ একটা প্ল্যান—  
যদি পরমেশ্বর কৃপা করে  
অভয় দেন,  
করি নিবেদন, একে একে তুলনা  
সব বন্ধুদের—  
প্রভু, এক সঙ্গে নাওনা কেন  
সবাইকে আমাদের?  
কেন? ওখানেও গড়ব মোরা  
ফ্রেণ্ড ক্লাব—  
সবাই মিলে আড্ডায় গানে  
রাখব সদভাব  
সেখানে থাকবে না কো সংসারের ঝামেলা  
বিনা কাজে বল প্রভু কাটবে  
কি করে বেলা?  
তোমার দেশের নিয়ম  
নেই কো কিছু জানা,  
এক সঙ্গে হাজির হলে  
থাকবে না কো ভাবনা।  
বীথির আর্জি ভেবে দেখো  
এই মোর প্রার্থনা।



### **Bithika Rudra**

Bithika Rudra was born and educated in Santiniketan, Viswa Bharati University. She participated in various dance drama supervised by Pratima Tagore & Shantideb Ghosh. She is also a talented 'Alpona', Batik, and Embroidery artist.

## ভাইটু মামার কাণ্ডকারখানা

তখন আমরা থাকতাম বোকারোতে। ছবির মতো সাজানো গোছানো ছোট্ট শহর। আমরা দিবি ছিলাম। থাকতাম DVC-র বাংলা বাড়িতে। বাড়ির সামনে ছোট্ট পাহাড়, শীতের কুয়াশায় ঢেকে থাকতো।

এমনি এক সুন্দর সকালবেলায়, দাদু দূরে বসে চা খাচ্ছিলেন, মা সকালের জলখাবার গোছাতে গোছাতে আমাদের তাড়া দিচ্ছিলেন, “খেয়ে নাও, স্কুল এ যেতে হবে, বাস মিস হয়ে যাবে”।

এমন সময় বাবা রাজ্যের কাগজপত্র ও বাইরে পড়ে থাকা চিঠি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মার দিকে এগিয়ে দিলেন একটা চিঠি।

“তোমার জন্যে কলকাতা থেকে এসেছে”।

দাদুও মুখ তুলে তাকালেন। মা চিঠি পড়তে পড়তে বললেন, “ভাইটু আসতে চাইছে আমার কাছে কিছুদিনের জন্য”। বলা বাহুল্য ভাইটু আমাদের ছোটমামা, মার ছোট্ট ভাই।

দাদু বিরক্ত হয়ে বললেন, “আবার ভাইটু? সে এখানেও তাড়া করেছে? কটা দিন নিশ্চিন্তে কাটাব ভেবেছিলাম, তার উপায় নেই”।

ভাইটুমামা পরিবারের “Black sheep” ছিল। পরীক্ষায় ফেল করে রকে আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করতনা। তাই সবাইকার তাকে নিয়ে চিন্তার শেষ ছিলনা। তবে আমাদের কাছে ভাইটু মামা ছিল একেবারে হিরো। লোকেরা বড় হলে গুরু ধরে, আমরা ন’ দশ বছর বয়সে গুরু মনেছিলাম এই মামাকো।

ফড়িং ধরা, ঘুঁড়ি উড়ানো, গুলতি তৈরি করা, মার্বেল খেলা এইসবেরই হাতেখড়ি মামুর হাতে। তাই ভাইটু মামা আসছে শুনে আমরা নেচে উঠলাম। দিনগুলো জ্বরদস্ত কাটবে।

মা বললেন, “আসতে চাইছে আসুক না, তার একটা চেঞ্জ হবে, কলকাতাতে তো তাকে দেখাশোনা করবার কেউ নেই”। দিদা বেশ কিছুদিন আগে মারা গিয়েছেন, মামু একা থাকতেন।

একদিন ভোরবেলা বাবা স্টেশনে গেলেন মামুকে আনতে। আমরা দুই ভাইবোন, বাইরের গেটে দুলতে লাগলাম। জিপগাড়ি এলে ছুটবা মুখে হাসি ধরেনা। কিছুক্ষণের মধ্যে বাবা মামুকে নিয়ে এসে উপস্থিত। সেই চির পুরাতন চেহারা। লম্বা চুল, গায়ে জমকালো শাট। মাকে দেখেই বললে, “দিদি তুই এবার পূজোতে দুখানা রাজেশ খান্না শাট কিনে দিস তো”। দাদু লাঠিটা হাতে ওঠাতেই, বাবা বলে উঠলেন, “আরে করেন কি, করেন কি?” মামু দাদুর দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন “ওসব আপনি বুঝবেননা”।

আমাদের দিকে চোখ পড়তেই একগাল হেসে মামু বললেন “তারপর ভাগ্না ভাগ্নি, কেমন আছ সব? খালি দুদু ভাতু খেলে স্মার্ট হওয়া যাবেনা। এরকম ক্যাবলা হলে কলকাতায় পড়াশুনা করবি কি করে?” আমরা কাঁচুমাচু মুখ করে মার আঁচল এ মুখ লোকালাম। ভাবটা এই যে মামু সব ধরে ফেলেছে। মামু উৎসাহের সঙ্গে বললেন “নো চিন্তা ডু ফুর্টি, আমি যে কদিন আছি তোদের ট্রেন করে যাব”।

দাদু বিড় বিড় করতে করতে ঘরে ঢুকে গেলেন। “ছেলেটা মনে হচ্ছে এবার আমাদের একান থেকে তাড়াবে”।

সকালে উঠে মামু ঘরে এসে হাজিরা বললে “ট্রেনিং শুরু, চল পাঞ্জা লড়ি”।

আমার ভাই রোগা পটকা ভীরা ধরনের, আর মামু গাট্টাগোট্টো শক্ত ধরনের। দুটো ঘুষি মেরে নাক ফাটাতে বেশি সময় লাগবেনা। আমি ছিলাম ভাইয়ের পাহারাদার। সব সময় চোখে চোখে রাখতাম ও বিপদ থেকে বাঁচাতাম। দরকার মতো মাকে বলে দিতাম, তাই আসল অর্থে মামুর চেলা আমার ভাই ছিল, আমি উপলক্ষ মাত্র। পাঞ্জাতে ভাই হেরে গেল, এরপর শুরু হোলো ভেড়ার লড়াই- মানে মাথা চোকাঠুকি খেলা। মামু হামাগুড়ি দিয়ে এসে ভাইয়ের কপালে দেয় এক ধাক্কা, আর ভাই তিন পা পিছিয়ে যায়। শেষমেশ ভাইয়ের কপাল ফুলে ঢোল। ভাইটুমামু ছাড়বার লোক নয়। বললে আজকের মতো এটা শেষ ট্রেনিং - তুই আমাদের ঘুষি মারবি আর আমি তোকে মারব, বসে পড়লেই হারা। আয় খেলবি আয়। প্রথম



ঘুষিতেই ভাইয়ের নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো, আমি ছুটে গিয়ে মাকে নালিশ করতে যেতেই মামু পিছন থেকে বললে “আজ তোদের সন্ধেবেলায় কোকো কোলা খাওয়াতে নিয়ে যাব”।

কোকো কোলা সবমাত্র সেই অঞ্চলে এসেছে, আমাদের তখনও খাবার সুযোগ হয়নি। বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছি এটা মার্কিন সরবত- যেমনি মিষ্টি তেমনি ঝাঁজ ঝাঁজ। হা পিতেশ করে বসেছিলাম এতদিন কবে বাবা খাওয়াতে নিয়ে যাবেন। তখন এলো এই অসাধারণ প্রস্তাব। মনের রাগ মনে পুষে মামুকে বললাম “ঠিক তো? নাহলে মাকে বলে দেব তুমি ভাই কে মেরেছো”। মামু হাত তুলে বলল “তথাস্তু”।

সন্ধেবেলা আমরা তিনজন হাঁটতে হাঁটতে বাজারে পৌঁছুলাম। বাজারের মুখেই রাজ আফল এর বিরাট চক চকে বোর্ড ওয়ালা দোকান। লোকের ভিড়ের শেষ নেই। মামু বললো এখানে দাঁড়িয়ে লাভ নেই, চল দোকানের পিছনে। আমরা সেখানে যেতেই বললে, “দাঁড়া দুটো বোতল নিয়ে আসছি”। একটু বাদেই দুটো বোতল স্ট্র সমেত পেলাম। আমরা সন সন করে টান মারলাম। কিন্তু কিরকম অদ্ভুত খেতে! টক, তেতো, মিষ্টি সব মেশানো আশ্বাদ। আরেকবার চুমুক দিতে জীব জ্বলে গেল। “এর নাম কোকো কোলা? বিশ্বাস হচ্ছিল না। মামু মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞেস করলো “আর খাবি”? আমরা সজোরে মাথা নেড়ে বললাম “না”। “এর থেকে থামার ঘোল অনেক ভালো খেতে”। মামু হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তে গিয়ে বলল “লে হালুয়া পছন্দ হোলনা? ইটা মাদ্রাজিরা খায়, ভালো জিনিস, এতে আছে তেঁতুল মধু আদার রস আর শুকনো লঙ্কার গুঁড়া। শুনে আমাদের কান্না এসে গেল। এত বড় ঘোঁকা, আর আমরা কিনা এত বড় বোকা? আমাদের আগেই বোকা উচিত ছিল। সেদিন আমরা মামুকে আলাদা ফেলে বাড়ি ফিরেছিলাম।

দুদিন চুপচাপ গেল। মামুকে আমরা এড়িয়ে চলছি। হঠাৎ তিনি একদিন উপস্থিত হলেন পড়ার ঘরে। আমরা মুখ তুলে চাইতেই মামু বললে “তোদের লেগ হর্ন গুলো ডিম দেয়না তাইত?” আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম “তুমি জানলে কি করে?” মামু অমায়িক হেসে বলল “ওদের চোখ দেখে বুঝলুম। পশুপাখির আমাকে খুব ভালবাসে তো?”

লেগ হর্ন দুটি বাবা রবিবারের হাট থেকে কিনেছিলেন। আমাদের ভাইবোনের খুব প্রিয়। উঠানে গেলে আমাদের পায় পায় ঘুরতো। ঘুম থেকে উঠেই তাদের গমের দানা খাওয়াতাম। কিন্তু পাখি দুটো একদিনও ডিম দেয়নি। আমরা রোজ সকালে যেতুম পাখির খাঁচার কাছে, কিন্তু দুবছরেও কোনো ডিম দেখিনি। মামু বললে, একটু ডেটল এর ব্যবস্থা করিস। ওদের পেটে ইনফেকশন আছে। তাই ডিম দেয়না। আমরা চমকে উঠলাম। তাইত এটা কখনো মনে হয়নি। মামুতো বেশ বড় ডাক্তার! আমরা ছুটে গিয়ে একটা শিশি যোগাড় করলাম আর বাবার শেভিং সেট থেকে খানিটা ডেটল ঢেলে ছুটলাম। শুরু হলো অভিযান। মামু জাপটা জাপটি করে মুরগী দুটো ধরে কোনরকমে তাদের ঠোঁটের মাঝে দুধ মেশানো ডেটল ঢেলে দিল। তারপর আমি আর ভাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম ডিমের জন্যে। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটলনা। মুরগী দুটি যেমন ছিল তেমনই রইলো। মামুর বীরত্ব নিয়ে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিল আমাদের মনে। ভাবতে লাগলাম মামু বন্ধুবাজ, আসলে কিছুই জানেনা। আমরা এড়িয়ে চললুম।

তবে মামু ছাড়বার পাত্র নয়। একদিন দুপুরে সবে এনিড ব্লাইটন এর বই ধরেছি, মামু এসে বলল অঙ্ক শেখাবো, তোদের শুনেছি অঙ্ক মাথা নেই। “কি অঙ্ক মামু?”

“এ হচ্ছে অঙ্কের রাজা ল সাগু আর গ সাগু”।

আমরা মুখ চাওয়াচাই করে ভাবছি যে বাবা তো বলত ক্যালকুলাস হচ্ছে অঙ্কের রাজা, মামা এ কি বলছে?

মামু কে বলতেই বললে “দূর, ক্যালকুলাস তো বাচ্চা রা করে”

মামু খাতা টেনে নানারকম আঁকিবুঁকি করলে, পরের দিন সেই খাতা অঙ্কের টিচারের হাতে পড়ল।

সুমিতা টিচার বাড়িতে কমপ্লেন পাঠালেন। রাতে খাবার টেবিলে বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন “এ কি হচ্ছে?”

আমরা উত্তর দিলাম “কেন, মামুই তো আমাদের এই অঙ্ক শেখালো”।

বাবা উত্তর দিলেন “আরে ও তো তোরা আগেই শিখেছিস HCF LCM!”

দাদু বাজখাঁই গলায় বললেন “আজ ভাইটু র খাওয়া বন্ধ”

এইভাবেই দিন গড়িয়ে যাচ্ছিল। মামুর কাণ্ডকারখানার শেষ নেই। পূজো কেটে যাবার পর শহরে যাত্রার পর্ব শুরু হোলো। সেবছর নাটক কোম্পানি এসেছিল। পালার নাম সীতার বনবাস।

বাবা হঠাৎ একদিন ক্লাব থেকে ফিরে বললেন যে দলে যে লক্ষ্মণ এর চরিত্রে অভিনয় করবে, সে অসুস্থ হয়ে পড়াতে যাত্রার দল একজন লোকাল অভিনেতা খুঁজছে। পালা মঞ্চস্থ করবার আর তিন চারদিন বাকি।

ভাইটু মামু নেচে উঠে বলল “আমি রাজি”।

“বলিস কি? তুই তো কোনদিন স্টেজেই উঠিসনি!” দাদু চমকে উঠে বললেন।

মামু তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে বললে “ওসব আমার হাতে ছেড়ে দাও। অভিনয় আমার সুপ্ত বাসনা। স্টেজে মাতিয়ে দেব।”

দাদু কাঁচুমাচু হয়ে বললেন “দেখ, শেষ বয়েসে কি লোকের জুতো খেতে হবে?”

মামু বললে “নো জুতো, আজ থেকে ভাইটুকুমারের জন্ম। অগত্যা বাবা মামুকে নট্ট কোম্পানির ম্যানেজার এর কাছে নিয়ে গেলেন।

ম্যানেজার বললেন “পার্ট বিশেষ বড় নয়। ঠিকঠাক মুখস্থ বলতে পারলেই হবে। রামের ভূমিকায় বড় অভিনেতা আছেন, তিনিই টেনে নিয়ে যাবেন।”

মামু দিনরাত পায়চারী করতে করতে পার্ট মুখস্থ করতে লাগলো। আমরা চলার খাওয়া দাওয়া ছেড়ে পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করতে লাগলাম।

সেই দিন এসে গেল। মামু বললে তোরা আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টেজের সাইটস্ক্রীনে থাকবি, দরকার মতো সাহায্য করবি। যথাসময় পালা শুরু হোলো। মামু স্টেজের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর সময় এলো লক্ষ্মণ এর প্রবেশ করার। মামু কিছুতেই নড়েনা। একেবারে ফ্রিজ করে গেছে। আমরা বেগতিক দেখে পাশে পড়ে থাকা একটা লম্বা ছাতা দিয়ে মামুকে গুঁতো মারলাম। সেই ধাক্কার চোটে মামু স্টেজে একেবারে রামের পায়ে গিয়ে পড়ল। কিন্তু তাতে কি হবে, মামুর মুখে কোনো কথা নেই। প্রম্পটার বলে যাচ্ছে “বলুন বলুন, লক্ষ্মণ এর ডায়লগ বলুন” শ্রোতাদের মধ্যে হাসির রোল উঠলো। প্রম্পটার আরো চিৎকার করতে লাগলো “নেশা ভাং করেছে নাকি?”

এইবার মামু হঠাৎ রামচন্দ্রের পা ঘরে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলো। “হে প্রাণনাথ বিপদে মোরে রক্ষা কর।”

প্রম্পটার আবার চিৎকার করতে লাগলো “সীতার ডায়লগ কেন বলছেন?”

শ্রীরাম চন্দ্র বেগতিক দেখে বলেন “কি বিপদ, পা ছাড়ুন।”

ডিরেক্টর এর পেছন থেকে চিত্কার “স্ক্রিন ড্রপ কর।”

জনতা বেশ কিছু ডিম ও জুতো ছুঁড়তে লাগলো। পরের দিন দাদু মামুকে নিয়ে কলকাতা ফিরে গেলেন।

উত্তমের মা সকালবেলা ছুটতে ছুটতে এলো

“দেখ বাবুলোক, মোরগা আঙা দিয়া।”



### **Sushovita Mukherjee**

Sushovita Mukherjee lives in Ohio, she is a research scientist in Ann Arbor Michigan, and writes humorous stories in her spare time.

## রঙ-বেরঙ

ছোটবেলায় ছবি আঁকতে বেশ লাগতো। আরও বেশি ভালো লাগতো তাতে রঙ লাগাতো। রঙ-পেন্সিল আর প্যাস্টেল দিয়ে শুরু করলেও পরে জল-রঙই হয়ে উঠেছিল বেশি প্রিয়। আর ছিল রঙবেরঙের মার্বেল-পেপার। কাঁচি দিয়ে কেটে গাঁদের আঠা দিয়ে ড্রয়িং-খাতায় সাঁটলেই তা হয়ে যেত ফুল, লতা, পাতা, হরিণ, খরগোস আর আরও কত কি! এই ভালোলাগার শুরুটা ঠিক কবে বা কোথায়, তা জানি না। তবে এই প্রসঙ্গে যা মনে পড়ে তা হোল কোলকাতায় গোলপার্কের ‘শিশু কল্যাণে’ কিন্ডারগার্টেনে পড়াকালীন কিছু বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

খুবই ‘বিস্ময়’ ছিলাম নার্সারি, কে.জি.বি. বা কে.জি.সি.-তে পড়াকালীন। অপেক্ষাকৃত কমবয়সী মিতা-আন্টি, শিপ্রা-আন্টি, শীলা-আন্টি বা হিমালি-আন্টির হিমসিম খেতেন আমায় সামলাতো। তাই প্রায়ই ডাক পড়ত মনি-আন্টির, যাকে নাকি সকলেই ভয় পায়! আমি দেখলাম ‘এ’ আর এমন কি? শুধু কিছু পাকা চুল, কেমন যেন রোগা মতো আর বুড়ি মতো; একটু খিটখিটে, এই যা (তাঁর নাকিসুর খ্যানখ্যানে গলার আওয়াজটা আজও আমার কানে বাজে)! সুতরাং তিনিও কুপোকাত! মা যখন স্কুল-ফেরত আমাকে আর দাদাকে নিতে আসতেন তখন প্রায়ই আমার নামে কন না কন নালিস লেগেই থাকত টিচারদের কাছ থেকে; মাকে অনেক সময়ই চোখের জল ফেলতে দেখেছি এই নিয়ে, স্কুল ফেরত বালিগঞ্জ গার্ডেনের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে মা বলতেন, “কেন, দাদার মত হতে পার না? কই, ওর জন্য তো আমায় কন কথা শুনতে হয় না।” কিন্তু কে কার ‘কথা শোনে’? আমার ‘রাম-রাজত্ব’ চলতেই থাকলো। একদিন কন একজন টিচার বললেন যে “ক্লাসরুমে একে টিট করা যাবে না, ওকে নিচে অফিসে পাঠাও”। ঐটাই ছিল শেষ সম্বল – এক-তলায় হেড-মিস্ট্রেস অঞ্জলি-আন্টির “অফিস”!

তাই হোলা কে যেন আমায় তিন-তলার ক্লাসরুম থেকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এলেন এক-তলার ‘অফিসে’। দেখি সেখানে প্রায় আমারই সমান উঁচু প্রকাণ্ড এক টেবিলের উল্টোদিকে বসে আছেন তিনি - ‘সেই’ অঞ্জলি-আন্টি। পাশেই কয়েকটা বিশাল বিশাল সব চেয়ার, আর দেওয়াল বরাবর সারি সারি বিশাল বিশাল সব কাঁচের আলমারিতে এইয়া মোটকা মোটকা সব বই - পরিবেশটা কেমন যেন থমথমে! এই কাঁকড়া-চুল ভদ্রমহিলাকে আমি আগেও দু-একবার দেখেছি; হাতা-কাটা ব্লাউজ, টিপ-সিঁদুর বা চুড়ি-বালার বালাই নেই। শুনেছি ইনি নাকি শুধুই ইংরেজিতে কথা বলেন আর শুধু বড়দের ক্লাসেই পড়ান; মানে দাদাদের কে.জি.সি.-তো সাথের টিচারটি বেশ খানিকক্ষন ধরে অঞ্জলি-আন্টির কাছে আমার ‘সুখ্যাতি’ করে, আর আমার রিপোর্ট-কার্ডগুলো উনার ‘ঐ’ প্রকাণ্ড টেবিলটার ওপর জমা রেখে চলে গেলেন। যাবার সময় আমার দিকে একবার ফিরে তাকালেন; ভাবখানা এমন যে – দেখ এবার কেমন মজা!

অঞ্জলি-আন্টিকে দেখে তেমন কিছুই মনে হোল না, কিন্তু ‘অফিসটাকেও’ আমার ঠিক পছন্দ হোল না, পাশে এমন কেউই নেই যার সাথে খেলা (খুনসুটি) করা যেতে পারো। উনি ওনার ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে “come” বলে আমায় উনার কাছে ডাকলেন, আর তারপর কাছের বিশাল চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন “sit”। ক্লাসের সব টিচারই তো ইংরেজিতে কথা বলেন, কিন্তু অঞ্জলি-আন্টির ‘বাঁজখাই গলার ঐ ভারি ক্লিক ইংরেজিটা’ শুনে কেমন যেন একটু ভয় করলো। বসা তো নয়, নিজের ছোট্ট পাছটা কন রকমে ঠেকিয়ে ঐ বিশাল চেয়ারটার গহ্বরে আত্মসমর্পণ করলাম।

চারদিক নিস্তব্ধ, শুধু ‘অফিসের’ সিলিং ফ্যানটার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ‘টিক-টিক-টিক-টিক’ করে; আর তিন-তলা থেকে মৃদু ভাবে ভেসে আসছে শীলা-আন্টি আর মিতা-আন্টিদের গলার আওয়াজ – “চল কোদাল চালাই, ভুলে মানের বালাই, ছেড়ে অলস মেজাজ, হবে শরীর বালাই” বা “আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোরা রাজার সনে মিলবো কি স্বত্বে, আমরা সবাই রাজা”। অঞ্জলি-আন্টি বেশ খানিকক্ষন ধরে আমার রিপোর্ট-কার্ডগুলো উল্টে-পাল্টে দেখলেন। তারপর বললেন “কই, সবতো ঠিকই আছে দেখছি, তোমার তো সবই গোল্ড-কার্ড”! যত দূর মনে পড়ে, ক্লাসে সবচেয়ে বেশি ‘পয়েন্টস’ পেলে তবুই পাওয়া যেত ঐ ‘গোল্ড-কার্ড’; তারপর ‘সিলভার’, ‘ব্রোঞ্জ’ আর একেবারেই কন পড়া না পারলে জুটতো ‘গ্রে’-কার্ড। আমি যে সব ক্লাসেই গোল্ড-কার্ড পাই তা আমার বেশ ভালমতোই জানা ছিল, তাই মনে মনে বললাম – তাহলে আমাকে এই ‘অফিসে’ শুধু শুধু আটকে রেখেছেন কেন? উনি জিজ্ঞেস করলেন “তুমি অন্যের মার্বেল-পেপার, প্যাস্টেল-কালার এইসব নেও কেন? এইসব তোমার চাই?” আমি বললাম “হ্যাঁ”। তারপর উনি জিজ্ঞেস করলেন “তুমি ছবি আঁকতে খুব ভালোবাসো, তাই না?” আমি চুপ করেই থাকলাম; ভাললাম ধুর ছাই, ছবি আঁকতে ভালবাসি কি না তা ছাতরমাতার আমি কি কোরে জানবো? ইচ্ছা হয়, তাই আঁকি – ব্যাস। তারপর উনি বললেন “তুমি ‘জল-ছবি’ কি তা জান?” আমি তখনো চুপ, উনি যে ঠিক কি বলছেন সেটাই বুঝতে পারলাম না। উনি বললেন যে “হ্যাঁ, জল দিয়েও ছবি আঁকা যায়, তা তুমি জান?” আমি ভাললাম যে এ আবার কেমন কথা - পেন্সিল নেই, রবার নেই; শুধুই জল? কিন্তু কিছু



বলতে সাহস হোল না তাই চুপ করেই বসে থাকলাম। তারপর উনি বললেন “দাড়াও, তোমাকে কিছু মজার জিনিস দেখাই”। বলে উনি পাশের একটা কাঁচের আলমারি থেকে কি সব বার করলেন। তারপর তা দেখিয়ে বললেন “এগুলোকে বলে ‘ব্রাশ’, ‘পেইন্ট-ব্রাশ’”। আমি মনে মনে ‘টুথ-ব্রাশের’ সাথে এই ব্রাশগুলোর একটা তুলনা টানার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু এ দিয়ে দাঁত ব্রাশ করা যাবে বোলে তো মনে হোল না! অঞ্জলি-আন্টি বলে চললেন “এই ‘ব্রাশ’ জলে ডুবিয়েই রঙ করা যায়”। আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না, জলের আবার রঙ হয় নাকি? উনি বোধহয় আমার মুখ দেখে তা ধরতে পারলেন, বললেন “তোমাকে আরও একটা মজার জিনিস দেখাই”। বলে ঐ আলমারি থেকেই বার করলেন একটা বাস্ক, আর দেখালেন তার ভেতরের নানান রঙ। বোঝালেন যে কি করে সেই রঙ জলে মিশিয়ে ‘জল-ছবি’ বানানো যায়। বললেন যে “আমি এগুলো লন্ডন থেকে কিনে এনেছি, লন্ডন কোথায় তা তুমি জান”? আমি বললাম “হ্যাঁ, চিনি তো”। উনি বললেন “তাই, কি করে”? আমি বললাম “বা রে, আমার সোনা কাকু যে লন্ডনেই থাকে”। উনি বললেন “থাকে” না, বল “থাকেন”; গুরুজনদের সম্পর্কে ঐ ভাবেই কথা বলতে হয়”। আমি বললাম “আমার সোনা কাকু যে ‘গুরুজন’ তা আপনি জানলেন কি করে”? উনি বললেন “গুরুজন”, “তোমার কাকু তোমার থেকে বয়েসে বড় কিনা, তাই”। তারপর বললেন “আজ যখন তোমার মা তোমাদের নিতে আসবেন, তখন তাঁকে একবার আমার সাথে দেখা করতে বোলো, কেমন”? তারপরই উনি উনার টেবিলে রাখা বেলটা কিরিং-কিরিং করে বাজালেন, যাতে কেউ এসে আমাকে আবার তিন-তলার ক্লাসে ফেরত নিয়ে যান।

সেদিন, বা তার দু-একদিনের মধ্যেই কোন এক সন্ধ্যাবেলায় মা আমাকে গড়িয়াহাট এক স্টেশনারী দোকানে নিয়ে গিয়ে একটা ‘জল-রঙে’র বাস্ক, আর আরও কিছু আঁকার সরঞ্জাম কিনে দিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে ‘আলেক্সা’ সিনেমা-হলের পেছন-গেটের গলিতে বললেন, “এগুলো দামী জিনিস, যত্ন করে রাখবে”। সেই চার বছর বয়েসেই রঙ-পেন্সিল আর প্যাস্টেল থেকে আমার উত্তরণ হোল ‘জল-রঙে’। এরই সাথে আরো একটা জিনিসও বুঝতে শিখলাম - যে আমি আঁকতে আর তাতে রঙ লাগাতে ভালোবাসি।

‘শিশু-কল্যাণ’ শেষ করে ‘বালীগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুল’। আঁকা আর রঙ করা চলতেই থাকলো। এরই মধ্যে আমার ক্লাস-ওয়ানের শেষের দিকে এমন একটা ‘শকিং’ ঘটনা ঘটে গেল যার জেরটা আমি আজ এই মাঝ-চল্লিশেও ঠিকঠাক কাটিয়ে উঠতে পারিনি, হয়তো কোনদিনই পারব না! জানলাম যে বাবা শিলিগুড়ি থেকে এসেছেন মা, আর আমাদের তিন ভাইকে নিয়ে যেতো। এর আগে পর্যন্ত জানতাম যে বাবা যেখানে যেখানে পোস্টেড থাকতেন সেখানে নাকি মাকে ঠিক নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই আমরা কোলকাতাতেই থাকতাম আমাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে; ঠাকুমা (‘দিদি’), পিসি (‘পিসিভাই’) আর দুই কাকার (‘নানা’, ‘কাকাই’) সঙ্গে বাবা শেষপর্যন্ত আমাদের নিয়ে একসাথে থাকতে পারবেন জেনে মনে আনন্দ আর ধরছিল না। কিন্তু একই দিনে সন্ধ্যাবেলায় মধ্যেই সবকিছু কেমন যেন পাল্টে গেল যখন দেখলাম যে বাবা অঝোরে কাঁদতে থাকা মা, আর ভাইকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠছেন স্টেশনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে; দাদা আর আমাকে ফেলে রেখেই! যখন বুঝলাম যে কন কান্নাকাটিই আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য, বা ওঁদের ধরে রাখবার জন্য যথেষ্ট নয় তখন আঁকড়ে ধরেছিলাম ঐ রঙ-তুলিকেই। পছন্দ মত কন ছবি এঁকে, তাতে ইচ্ছে মত রঙ লাগাতে পারলে মনের দুঃখটা যেন কিছুটা হলেও কমতো।

তখন হাফ-প্যান্ট পড়া ছোট ‘ধনরাজ’, ‘সেগেই’ বা ফ্রক পড়া ছোট ‘তাতিয়ানা’দের ছবি আঁকলেই বেশ ভাব জমে যেতো আমার ওদের সঙ্গে; ওদের সাথেই তখন দিব্য খেলা কোরতে পারতাম আমি - শিলিগুড়ি-দার্জিলিং বা তারই পাশে রাশিয়ার কন মাঠে। ভোরবেলায় ওরাই আমার ঘুম ভাঙতে আসতো, আমি দিব্য রাশিয়ান-ভাষায় কথা বলতে পারতাম; দোলনায় দোল খাওয়া আর ফুরফুরে হাওয়ায় ওড়া ঐ সোনালি চুলের ‘তাতিয়ানা’কে আমার জড়িয়ে ধড়ে আদর কোরতে ইচ্ছে করতো, আর ঠিক তখনই নীল ফ্রক পড়া ‘তাতিয়ানা’ মিলিয়ে যেত আকাশের নীলো! ঘুম ভাঙার পর ভোরের বিছানায় স্কুলের গ্রীষ্মের-ছুটিতেও তখন আমার ঠাণ্ডা লাগতো – তখন পয়লা-বৈশাখে বরফ পড়তো!

কিন্তু আঁকার বাইরে সময়টা কেমন যেন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল আমার কাছে, কন কিছুই আর তেমন ভাল লাগতো না। তখন দিদি-পিসিভাই মাঝে মাঝে দাদা, আর আমাকে দিয়ে বাবার শিলিগুড়ির ‘সেবক রোডের’ ঠিকানায় চিঠি লেখাতেন; লিখতে বলতেন যে “আমরা এখানে রোজই রসগোল্লা খাচ্ছি”। এই ডাহা মিথ্যে কথাটার উদ্দেশ্য যে শুধুমাত্র বাবাকে জানান যে আমরা কোলকাতায় ভালো আছি, তা আমি বুঝতে পারতাম; কিন্তু কোলকাতায় ‘আমি’ যে একেবারেই ভালো নেই তা বাবা-মাকে জানানোর কন উপায় আমার জানা ছিল না। আমার সাত বছর বয়েসের কন চাহিদাই বাড়িতে পূরণ হত না; পেটের খিদে মিটলেও মনের খিদে কিছুই মিটতো না। তাই পাড়ায়, স্কুলে দসি়পনা করে বেড়াইতাম। ফলস্বরূপ প্রায়ই স্কুলের কন না কন টিচার আমার ডায়েরিতে ‘নোট’ লিখে তা বাড়ির ‘গার্জেনের’ কাছ থেকে সই করিয়ে আনতে বলতেন - আপনার ছেলে আজ অমুকের মার্বেল-পেপার কেটেছে, আপনার ছেলে আজ তমুকের সেন্টেড-রবারটা নিয়ে নিজের পকেটে ভরেছে বা আপনার ছেলে কার ওয়াটার-বটেনের সব জলই তার মাথায় ঢেলেছে! কিন্তু বাড়ির কেউই এইসব নোটের কথা জানতেও পারতেন না। টিচারদের নোটগুলো বাড়িতে দেখাতে সাহস পেতাম না; অফিস-ফেরত ‘নানা’র মার, বা ‘কাকাই’য়ের দেওয়া ‘কঠিন শাস্তির’ ভয়ে। আর ‘দিদি’-‘পিসিভাই’য়ের এই ব্যাপারে তেমন কিছু করার ছিল বলেই আমার মনে হত না। তাই চলতেই থাকলো আমার দসি়পনা - কারো টিফিন-বস্ক থেকে

টিফিন খাওয়া, কারো পেন্সিল-বক্স থেকে পেন্সিল হাতড়ানো, কারো গঁদের আঠার পুরোটাই সাবড়ে দেওয়া, এইসব। তাই প্রথম প্রথম যেতাম আমাদের বাড়ির রান্নার লোক ‘তনু’-দির কাছে ও লেখাপড়া জানত না, তাই হিজিবিজি কিছু একটা সই করে দিত আমার টিচারদের নোটের নিচে! তাতেই দিব্যি কাজ চলে যেত আমরা বিপদ হোল একটা ঘটনার পর, যখন বাবা বা মায়ের সইটা যে নিজেকেই ‘জাল’ করতে হবে তা ঠিক করতে বাধ্য হলাম; কারণ শুধু সইয়ে যে আর কাজ চলবে না, তা মালুম হোলা। স্কুলে কন একজনের পেন্সিল-বক্স থেকে পেন্সিল-রবার বা পুরো পেন্সিল-বক্সটাই নিজের ব্যাগে পুড়েছিলাম! ধরা পড়ার পর ক্লাসের টিচার মিনতি-দি আমার ডায়েরিতে ‘নোট’ লিখে মাকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু মা তো শিলিগুড়িতে! ‘তনু-দি’কে দিয়ে তো আর কাজ চলবে না! এখন কি করি? তাই নিজেই মিনতি-দির নোটের নিচে একটা উত্তর লিখে, মায়ের নামে সই করলাম। পরের দিন তা মিনতি-দিকে দেখাতে উনি ওনার চশমার পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে বেশ খানিকক্ষন ধরে আমায় পরখ করলেন। চশমার ভিতরে মিনতি-দির ঐ অপেক্ষাকৃত বড় বড় চোখদুটোকে আমি আজও চোখ বুজলেই দেখতে পাই! আমি যে ধরা পড়ে গেছি তা তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, তাই ঐ চোখদুটোর দিকে আর খুব বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারিনি। মিনতি-দি আমায় আমার ডেস্কে ফেরত যেতে বললেন, কিন্তু আমার ডায়েরিটা ফেরত দিলেন না। সেইদিনই কিছু পরে অন্য কন ক্লাস চলাকালীন জলধর-দা (যার কাজ ছিল ক্লাসে ক্লাসে ‘নোটস’ খাতা নিয়ে টিচারদের কাছে যাওয়া) এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন ‘টিচার্স-রুম’। সেখানে গিয়ে দেখি যে রীতিমত একটা ‘মিটিং’ চলছে, আমাকে নিয়েই বোধহয়। কারণ সেখানে মিনতি-দি আমার ‘সেই’ ডায়েরি হাতে বসে, আর তাঁকে ঘিরে মৃদুলা-দি, উমা-দি, ইন্দিরা-দি, বাসন্তী-দি, ছায়া-দি, মুনমুন-দি; এঁরা। উনারা সবাই বেশ খাতির করে আমাকে বসালেন, কোথায় থাকি, বাড়িতে কে কে আছেন, বাড়িতে ফোন আছে কি না, বাড়ি থেকে স্কুলে কি ভাবে যাতায়াত করি, ইত্যাদি সব জেনে নিলেন। সেখানেও ধরা পড়ে গেলো আমার মিথ্যে – মা তো শিলিগুড়িতে; অথচ ডায়েরিতে ‘মায়ের সই’! দেখলাম যে মিনতি-দি উনার পুরু লেন্সের চশমাটা খুলে সামনের টেবিলে রেখেছেন, আর উনার চোখদুটো ভিজে! কিছু পরে আমার ডায়েরিটা ফেরত পেলাম, আর মুনমুন-দি বললেন “তোমার যদি কিছু লাগে তো আমায় বলবে, কি বলবে তো? You can just come to me, okay?” ডায়েরিটা শেষমেশ ফেরত পেয়ে ‘বিপদটা’ কেটে গেছে বুঝে, মহা আনন্দে তারপর আমার ক্লাসে ফিরলাম। ফেরার পথে মনে হোল যে চশমা ছাড়া মিনতি-দির চোখদুটো তো বেশ ছোটোই, তাহলে চশমা পড়লে তা অতো বড় দেখায় কেন?

এইসব লজ্জার মাঝেও একটু আরাম খুঁজে পেতাম ঐ রঙ আর তুলির স্পর্শে স্কুলের মনিং-সেকশনের দিলীপ-বাবুর, ব্র্যাকবোর্ডের ওপর সাদা চক্রে আঁকা ‘একটি গ্রামের দৃশ্য চিত্র’ আমার প্রথম প্রথম ভালো লাগলেও পরে তা একঘেয়ে লাগতো। সেই একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পেলাম মুনমুন-দির (সেন) আঁকার ক্লাসে। টিচার্স-রুমের ‘ঐ মিটিং’র সুবাদে ক্লাসের বাইরেও উনার সঙ্গে তো আলাপ ছিলই, আর উনার ভাবভঙ্গি বা কথা বলার ঢংও আমায় কেমন যেন আকর্ষণ করতো! যদিও উনি যে সুচিত্রা সেনের মেয়ে বা ‘সুচিত্রা সেন’ যে কি ‘বসন্ত’ তা জানা বা বোঝার কন ক্ষমতাই তখন আমার ছিল না! শুধু দেখতাম যে স্কুল ফেরত ছেলেদের নিতে আসা সমবেত মায়েদের কেউ কেউ আমাদের আঁকার টিচারকে দেখার জন্য একটু উৎসুক।

মুনমুন-দির ড্রয়িং ক্লাসেরও কেমন যেন একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল! জানলার পাশে দাঁড়িয়ে উনি একবার বলেছিলেন “এই ধর আমার ছবি আঁকতে হবে; কিন্তু ঐ যে ‘ওয়ালে’ আমার ‘স্যাডো’ পড়েছে, সেটাও কিন্তু আমি, তাই ওকেও কিন্তু আঁকতে হবে!” ছায়াও যে ছবি আঁকা সম্ভব তা এর আগে আমার জানা ছিল না, শুনে আমি একেবারে ‘হাঁ’ হয়ে গেছিলাম! একবার মুনমুন্দি আমাদের ক্লাসে কিছু একটা আঁকতে বলেছিলেন, আর উনি ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন যে আমরা কে কেমন আঁকছি। হটাত দেখি যে উনি আমার ডেস্কের পাশে এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন “বাঃ, বেশ ‘ড্র’ করো তো তুমি! তুমি বুঝি ড্রয়িং ‘লাইক’ করো?” ততদিনে আমি বেশ ভালো মতোই জেনে ফেলেছি যে আমি আঁকতে পছন্দ করি – তাই মাথা নাড়িয়ে বললাম হ্যাঁ। তারপর উনি বললেন “তোমার এই ড্রয়িংটা তুমি আমায় দেবে?” আমি উত্তর দেওয়ার আগেই বললেন “না, এটা ‘বেটার’ তুমি তোমার বাড়ি নিয়ে যাও, কিন্তু আমার জন্য কিছু একটা ‘স্পেশাল’ ড্র করে এনো, শুধু আমার জন্য, কি পারবে তো?” সেদিন দুপুরেই বাড়ি ফিরে আমি উনার জন্য একটা “স্পেশাল” ছবি এঁকেছিলাম; আনন্দবাজারের প্রথম পাতার ভেতরের দিকের নিচের কোনায় ধারাবাহিক ভাবে বেরনো ‘অরণ্যদেব’ কার্টুন থেকে অরণ্যদেবের বৌ ‘ডায়ানা’র ছবি; ‘কপি’ কোরে, কিন্তু একটু বড় কোরে। পরের দিন ক্লাসে ওটা মুনমুন-দিকে দিতেই উনি খুব খুশি হলেন, আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললেন “বাঃ, একে তো একদম আমার মতো দেখতে, just like me!” বদলে উনি আমাকে দিয়েছিলেন একটা প্লাস্টিকের গোলাপ ফুল, যা আমার কাছে আজও আছে! (এর বছর কয়েক বাদে ‘ঐ’ মুনমুন-দিকেই বৃষ্টিতে ভিজে-কাপড়ে অযথা মাটিতে গড়াগড়ি খেতে দেখেছি টি.ভি বা সিনেমা-হলের পর্দায়, দেখে একেবারেই ভালো লাগেনি; গায়ে কাপড় জড়ানো আমার ‘সেই’ আঁকার টিচার মুনমুন-দি আজও আমার মনের ‘ফ্রেমে’ বন্দী – আর ঢের বেশী আকর্ষণীয়া!)

ক্রমে ‘ধনরাজ’-‘সেগেই’-‘তাতিয়ানা’রা হারিয়ে গেলো, আর স্কুলের মনিং-সেকশন পার করে আমি গেলাম ডে-সেকশনে। কেমন যেন একটা ‘বড় বড়’ হাবভাব, হাঁটা-চলার ধরণটাই যেন বদলে গেলো সবাই! কিন্তু ‘ছোট’বেলার অভ্যাস আঁকা আর রঙ করাটা ছাড়তে পারলাম

না তখনও, বরং তা আরও বেড়েই গেলো। এরই মাঝে মা ‘চলে গেলেন’ আমার ক্লাস-সিক্সের গ্রীষ্মের-ছুটিতেই। ঐ নিঃসঙ্গতার মধ্যেও ‘সঙ্গ’ পেয়েছিলাম রঙ-তুলিরা মাঝে-সাঝেই রঙগুলোকে আর তেমন রঙিন মনে হতো না, শুধু ‘লাল’ আকাশের সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখতেই ভালো লাগতো, মনে হতো যে মা কি তাহলে গেলেন ঐ দিকেই কোথাও? সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের ছবি আঁকতেও ভালো লাগতো তখন। কয়েকবার এদিক-ওদিক ‘বসে আঁকো’ প্রতিযোগিতায় তা এঁকেওছিলাম, ধোপে টিকিনি কনটাতেই। তবে এই প্রসঙ্গে যা মনে আছে তা হোল আমার দাদার একবার আমাকে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কন এক ‘বসে আঁকো’ প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাওয়ার কথা, আমি যখন ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়ি তখন – ‘যে’ দাদাই কিনা ছোটবেলায় ঝগড়া-মারামারি হলেই জল ঢেলে দিয়ে, বা অন্য কন ভাবে আমার আঁকা নষ্ট করে দিত!

এইরকমই কন এক সময় (ক্লাস সেভেন বা এইটে হবে) আমি একবার এক সূর্যাস্তের দৃশ্য পেইন্ট করেছিলাম, একটা গ্রিটিং-কার্ডের ওপর। কি করে বা সেই কথা পৌঁছেছিল আমাদের পাড়ার আমার থেকে বেশ কয়েক বছরের বড় ‘মিঠু’-দির কানে (‘যে’ মিঠু-দির গান শুনতে আমি আজও টিকিট কাটতে রাজী আছি)! আঁকাটা দেখাতে মিঠু-দি কিছুতেই বিশ্বাসই করতে পারলো না যে ওটা আমার দ্বারা পেইন্ট করা সম্ভব, বলল “বেরঃ, এটা তো কন ‘পাকা’ হাতের আঁকা”। শুনে প্রথমে খারাপ লাগলেও পরে মনে হয়েছিলো তাহলে কি আমার আঁকার-হাতটা বেশ ‘পাকা’?

এরই মাঝে পাশের বাড়ির ‘বুড়ন’-দির বিয়ে ঠিক হয়ে গেলো (কন অঙ্ক আটকে গেলেই ‘যে’ বুড়ন-দির কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করতো!)। বুড়ন-দির বাড়ির ছাদের ছাদনা-তলায় আলপনা দিতে, আর বিয়ের পিঁড়িতে রঙিন-কাগজ সাঁটতে আমার ডাক পড়েছিল বুড়ন-দির দাদা ‘অমল’-দার কাছ থেকে। সাথে অমল-দা সমেত ওঁদের আত্মীয়দের থেকে আরও বেশ কয়েকজন ছেলে-ছোকরাও ছিল। একসময় অমল-দা বলল “দেখ, দেখ, গৌতম তো মাটি থেকে হাতই তোলে না, কি রকম ‘এক টানে’ আঁকছে সব”। শুনে ভালো লেগেছিল এই কারণে যে অমল-দা নিজেও ভালো আঁকে বা আঁকত (অমল-দার আঁকা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা ছবি এখনও আমার চোখে লেগে আছে!)। এসব ছাড়াও পাড়া বা স্কুলের ম্যাগাজিনের পাতা ছবিতে ভরাতে মাঝে-সাঝেই ডাক পড়তো আমরা।

স্কুলের ক্লাস এইটে আমাদের অঙ্কের আর ‘লাইফ-সায়েন্সের’ ক্লাস নিতেন সুরেশ-বাবু (পাল)। একবার ‘লাইফ-সায়েন্সের’ ক্লাসে তিনি আমাদের ব্যাণ্ডের ‘রিপ্রোডাক্টিভ-সাইকেল’ সম্পর্কে কিছু একটা লিখতে বলেছিলেন। আমি আর কি লিখবো? পড়াশোনাই তো করতাম না, তখন তো স্কুলে যাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল শুধুমাত্র বন্ধুদের সাথে ‘জমিয়ে’ আড্ডা মারা – শুধু মনে পড়লো যে জল থেকে ডাঙায় উঠে ব্যাঙাচি হয়ে যায় ব্যাঙ! চুপচাপ বসেও থাকা যায় না। তাই একটা ছবি এঁকে সুরেশ-বাবুর কাছে খাতা জমা দিলাম – এক ব্যাণ্ডের ঘাড়ে বসে আর এক ব্যাঙ! নিজের ‘বিদ্যা জাহির’ কোরতে ছবিটাতে আবার ‘লেবেলিং ও’ করে দিয়েছিলাম – নিচেরটা পুরুষ, ওপরেরটা স্ত্রী (ভুল বশত)। পরের দিন সুরেশ-বাবু একরকম হুঁড়েই আমার ‘বঙ্গলিপি’ খাতাটা আমায় ফেরত দিয়ে বললেন যে “এটা ‘ড্রয়িং’ ক্লাস না; তুই এমনই একটা বান্দর-পুলা যে তুই তো সেইডাও ঠিকঠাক করস নাই – ‘লেবেলিং ও’ও তো ঠিক হয় নাই”। নিজের ‘লেবেলিং ও’ ভুল বুঝতে পেরে, সুরেশ বাবুর সামনে হাসি চাপতে গিয়ে পেট আমার একেবারে ফেটে যাচ্ছিলো!

একবার কথা হচ্ছিলো ক্লাসের এক সহপাঠীর (শৈবাল গুপ্ত) সঙ্গে, যে কিনা লেক-মার্কেটের দিকে ‘চিত্রাংশু’তে আঁকা শিখতো। খোঁজখবর নিয়ে বাবাকে চিত্রাংশুতে আমার আঁকা শেখার ইচ্ছাটার কথা জানালাম, ভর্তিও হলাম সেখানে। কিন্তু মাস খানেকের বেশি টিকতে পারলাম না, কারণ বাড়ির দু-একজনের পছন্দ হোল না ব্যাপারটা। আমার কাকু (নানা) ‘বিধান’ দিলেন যে “গান-আঁকা, এসব তো মেয়েরা শেখে – বিয়ের বাজারে দাম ‘তোলার’ জন্য, এসব শিখে আমার কি হবে”? তাছাড়া বাড়িতে তো অন্যান্যরাও আছে, আমিই বা একলা এই সুযোগটা পাব কেন? হক কথা! তাই নিজের ইচ্ছেটাকেও ‘তুলেই’ রাখতে হোল, শুধু একটু অন্যভাবে। এরপর বিভিন্ন ব্যস্ততায় আঁকা বা রঙ করার অভ্যাসটাই হারিয়ে গেল আমরা (এর বছর-খানেক বাদে ‘ঐ’ নানা বা বাড়ির অন্য কাউকে না জানিয়েই ভর্তি হয়েছিলাম গানের স্কুলে, ভবানীপুরের ‘গীতবিতানে’; ‘ইন্দিরা’ সিনেমা-হলের পিছন দিকে। সেখানে গান শিখতাম সেখানকারই প্রাক্তন শ্রদ্ধেয় অনুপ ঘোষালের ছাত্র, আর এক প্রাক্তন ‘মাল্লার’-দার কাছে। আমার এই ‘অ্যাডভেঞ্চারে’ সাহায্য পেয়েছিলাম আমার সহপাঠী-বন্ধু সুমন্তর (চক্রবর্তী) আর ওর মাসীর (‘মোটামাসী’) কাছ থেকে, সুমন্তও গান শিখত ঐ গীতবিতানেই)।

এরপর যা টিকে থাকল তা হোল পুজোর আগে কিছুদিন বাদে বাদেই কুমারটুলিতে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটানো। একাই যেতাম, আর দেখতাম যে বাঁশ, কাঠ, খড়, মাটি ধীরে ধীরে কেমন সব জীবন্ত হয়ে উঠছে! পরে সেইসব ঠাকুরই আবার বিভিন্ন প্যাণ্ডেলে দেখে কেমন যেন এক আজব অনুভূতি হতো, মনে হতো যে এঁদের সর্বাইকেই আমি শুধু চিনিই না – জানিও! ছোটবেলায় আঁকা কন কন গ্রাম, বাড়ি, ছাদ, হরিণ বা মানুষদের সাথেও আমার এইরকমই কন এক সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যেতো, ঠিক ‘যেমনটা’ হয়েছিলো ‘ঐ’ শিলিগুড়ি-দার্জিলিংয়ের ছোট্ট ‘ধনরাজ’ বা রাশিয়ার ‘সেই’ ছোট্ট ‘সেগেই’-‘তাতিয়ানাদের’ সঙ্গে!



অ্যামেরিকায় আসার পর গ্র্যাঞ্জুয়েট-স্কুলে থাকাকালীন আমার সখ হয়েছিলো ‘রিসার্চের’ ফাঁকে একটু অন্য কিছু করার, দিনরাত-ভর আমার NMR-ল্যাবরেটরির একঘেয়েমি থেকে রেহাই পেতেই! এক-ইঞ্জিনের প্লেন ওড়ানো শেখাটাই (ফ্লাইং লেসন) ছিল প্রথম আর প্রধান ইচ্ছা। রিসার্চ করার দৌলতে ‘স্টেট এমপ্লয়ী’ হবার সুবাদে, আমার ‘স্টেট ইউনিভার্সিটির’ ফ্লাইং ক্লাসে অতি নগণ্য টিউশন-ফীয়ে সেই মত রেজিস্ট্রেশনও করেছিলাম; কিন্তু একজনের বিশেষ বাধাতে শেষ পর্যন্ত তা আর হোয়ে উঠল না – ‘সিঙ্গল-ইঞ্জিনে’ নাকি অনেক ‘রিস্ক’, তাই! অগত্যা বাছলাম পেইন্টিং-ক্লাস। সেখানেই আমার প্রথম তেল-রঙে ‘হাতেখড়ি’, মাঝ-কুড়ির ‘বুড়ো’ বয়েসো সেই ক্লাসের ইন্সট্রাকটর (টিম ওরউইগ) একবার আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন যে “have you ever considered taking art a bit more seriously”? জবাবে আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম যে না, ‘আর্ট’টা শুধু ‘করতে’ই ভালোবাসি, তা নিয়ে ‘আর্ট-স্কুলে’ গিয়ে পড়াশোনা করতে নয়; ঠিক যেমন রান্নাটা, ওটা শুধু ‘করতে’ই ভালোবাসি, তা নিয়ে ‘কুলিনারি-স্কুলে’ গিয়ে পড়াশোনা করতে নয় (তবে হ্যাঁ, ‘গান’টা কন স্কুলে শিখতে পারলে নেহাত মন্দ হতো না!)। এই ‘অয়েল-পেইন্টিং’ ব্যাপারটা আমার কাছে ঠিক ‘যুতসই’ হোল না, ছোটবেলার ‘সেই জল-রঙের’ মজাটাই পেলাম না এতো তার ওপর ছিল ‘গ্রেডে’র ঝামেলা – ‘মজা’ তো নয়, আঁকার ক্লাসে কে কি গ্রেড পেল সেটাও প্রাধান্য পেলা। আমার কাছে আঁকাটা ছিল ‘পার্সোনাল’, নিজের ভালো লাগাটাই ছিল এক এবং একমাত্র বিবেচ্য, কে কি ভাবলো তার তোয়াক্কা না করেই! অনেক সময়ই আঁকার থেকেও বড় হোয়ে উঠত ‘আঁকার সময়’ আমি যে ‘জগতে’ বাস করি – ‘সেই জগতটা’। অ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটির কন ‘রেজিস্টার্ড ক্লাসে’ তা বোধহয় হবার নয়। সাথে ছিল ‘টাইম-কন্সট্রাইন’ - একটা নির্দিষ্ট আঁকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার দায়বদ্ধতা। ছোটবেলার সেই দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে পার কোরে দেওয়া ‘সেই’ আঁকতে পারার কন মজাই ছিল না এতে, তাই নিজের ঋণের অভাবটাও নজরে এলো। ছবি রঙ কোরতে গিয়ে দেখলাম যে আমার সময়টাই কেমন যেন ‘বেরঙ’ হোয়ে যাচ্ছে! হিতে বিপরীত হচ্ছে দেখে এতই বিরক্ত লাগলো যে সময় থাকতে থাকতে ড্রপই করে দিলাম ক্লাসটা, যাতে আমার ট্রান্সক্রিপ্টে এই ক্লাসের ‘সেই’ ‘গ্রেড’টার আর কন উল্লেখই না থাকে!

‘মজা’টা আবার খানিকটা ফেরত পেয়েছিলাম বেশ বছর কয়েক বাদে, আমার বাচ্চাদের সাথে; ঐ জল-রঙ আর তুলির হাত ধরেই ওদের সাথেই আবার নিজের ছোটবেলায় ফেরত যেতাম কখনো কখনো। কাগজের ওপর আমার পেন্সিলের কন ছোট্ট আঁচরে, বা জল-রঙের তুলির কন অলস টানেও ওরা অরাক হয়ে যেত; চোখ বড় বড় করে এমন ভাবে তাকাত যে আমার নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যেত – ‘ঐ’ মুনমুন-দির আঁকার ক্লাসে ‘ছায়ার’ ছবি আঁকতে গিয়ে আমার যেমন দশা হয়েছিলো! ওরা কে আমার কোন আঁকাটা নিজের কাছে রাখবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিতো; যার মধ্যে থাকতো না ‘মিঠু’দির অবিশ্বাসের অবজ্ঞা, দাদার জল-ঢালার অবহেলা বা সুরেশবাবুর খাতা ছোঁড়ার তচ্ছিল্য; বদলে আমার মনে পড়ে যেত ‘অমলদা’র উৎসাহ, ‘মুনমুন’দির আদর বা মায়ের ‘সেই যত্ন’ - যা দিয়ে মা কিনে দিয়েছিলেন আমার প্রথম জল-রঙের বাক্স আর বলেছিলেন তা ‘যত্ন’ করে রাখতো পেরিয়ে আসা কত বছর, সাক্ষী হওয়া কত ঘটনা মিলেমিশে কেমন যেন সব একাকার হয়ে যেত – অনেকটা ঐ জলে রঙ মেশানোর মতই, সম্বিত ফিরে পেতাম ওদেরই কারো প্রশ্নে – “how did I do Baba?” ঝাপসা-চোখে ওদের আঁকা ভালো করে না দেখেই বলতাম “awesome, marvelous!” প্রশংসা শুনে ওরা আনন্দে হাত তালি দিয়ে লাফিয়ে উঠত! তারপর ওরাও বড় হয়ে গেলো, আর বিভিন্ন ব্যস্ততায় হারিয়ে গেলো ওদের ছবি আঁকা বা রঙ করার অভ্যাসটাও; সাথে আমারও, আবারও।



## গৌতম সরকার

Gautam Sarkar lives in Minnesota, USA. Writing was composed in May, 2015

## অবসর ও আমরাঃ কিছু দৃশ্য, কিছু চিন্তা

কোকিলা ভদ্র (অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপিকা, বেথুন কলেজ)

আমরা যারা দীর্ঘদিন পূর্ণসময় কাজ করে অবসর নিয়েছি বা ‘রিটায়ার’ করেছি, তাদের সম্বন্ধে অনেকের অনেক রকম ভুল বা ঠিক ধারণা আছে। জীবন থেকে নেওয়া কয়েকটি দৃশ্য, কথোপকথন ও চিন্তা তুলে ধরলাম। দেখুন তো নতুন কোনো বার্তা, ভিন্নতর কোনো ইঙ্গিত খুঁজে পান নাকি!

**দৃশ্য একঃ** বেথুন কলেজের স্টাফ রুমা কয়েক বছর আগের একটি দিন। আজ আলোদি অবসর নেবেন। তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানানো হবে। একান্তে ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগছে আলোদি? এত বছর কাজ করলেন। আজ একটা যতি চিহ্ন পড়ছে। কেমন বোধ করছেন? আলোদির পরে আসবে আমার পালা, নিজেকে তো তৈরি হতে হবে। খুব উজ্জ্বল রঙের একটি শাড়ি পরে এসেছেন – ততোধিক উজ্জ্বল হাসি হেসে আলোদি বললেন, ‘আমার মুক্তি আনিয়ে আনিয়ে’। তাঁর চেহারা, কথা ও সাজপোশাকে কোনো ক্লান্তি, হতাশা, বার্ধক্যের অবসন্নতা খুঁজে পেলাম না। অবসর তাহলে মুক্তির বার্তা বয়ে আনে? আনে নতুন আলোর ইশারা?

**দৃশ্য দুইঃ** হটাৎ একদিন দেখা হল শক্তির সঙ্গে আমাদের বন্ধু ও সহপাঠী শক্তিপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে।

‘আচ্ছা শক্তি, ঠিক ঠিক বলো তো, অবসর নেবার দিনটায় তোমার কেমন লেগেছিল? মুচকি হেসে শক্তি বলল, ‘শোনো তাহলে। সত্যজিৎ রায়ের ‘পরশপাথর’ দেখেছিলে? তুলসী চক্রবর্তীর অনবদ্য অভিনয়ের কথা মনে করতে পারছো? এক সর্দারজির ট্যান্সি ডেকে উঠে বসলেন, পরশপাথরটি হাতে পেয়ে বললেন, ‘সর্দারজি আজকের দিনটা বড় ভালো, আজ একটু হাওয়া খাব। চলো একটু হাওয়া খেয়ে আসি।’

‘তুমি বলতে চাও, রিটায়ারমেন্টের দিন তোমার গড়ের মাঠে গিয়ে হাওয়া খাবার ইচ্ছে হয়েছিল?’ আমার বিস্মিত জিজ্ঞাসার উত্তরে শক্তির জোরালো উত্তর, ‘ঠিক ধরেছো, আমার মনে হয়েছিল, কতদিন চাকরী করলাম! এবার একটু হাওয়া খাব।’ শক্তি একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলল।

**দৃশ্য তিনঃ** আজ আমার অবসর নেবার দিন। এই দিনটিতে আমার হঠাৎ মনে পড়ল ৩৭ বছর আগেকার সেই দিনটির কথা, প্রথম যেদিন এই মহাবিদ্যালয়ে ঢুকেছিলাম। উত্তর কলকাতার হেদুয়ার ধারে এক বনেদি মেয়েদের কলেজে সেদিন দিনের বেলায় অজস্র কোকিল ‘কুহু, কুহু’ করে ডেকেছিল। কেন? সেদিন এক তরুণী অধ্যাপিকা তাঁর জীবনের প্রথম ক্লাসটি নিতে ঢুকেছিলেন – সঙ্গে তখনকার বিভাগীয় প্রধান। আমার নাম বলে ছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ‘কোকিল’ ডাকা অপ্রস্তুত ও বিব্রত আমি সাধ্যমতো স্মার্ট হবার চেষ্টা করেছিলাম। খুব রাগ হয়েছিল আমার এতো সাধের নাম নিয়ে টানাটানি করার জন্য।

আজ অবসর নেবার দিন – দীর্ঘ পথ পরিক্রমার শেষে বহু অভিজ্ঞতায় পরিবর্তিত সেদিনের তরুণী আজ প্রবীণা। হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠল। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা নতুন মাত্রা নিয়ে স্মৃতির দরজা খুলে দিল। সেদিনের কোকিল ডাকের জন্যই যেন মনটা কেমন করে উঠল। সেদিন ছিল জীবনের বসন্ত – ফুল ফুটত, কোকিল ডাকত। আজ তো আর বসন্ত নয়। আজ এসে পড়েছি পাতা ঝরার দিনে – ‘মুগ্ধ কোকিল কই ডাকে ডালে? কই ফোটে ফুল বনের আড়ালে?’

অধ্যাপনা জীবনের সব শেষে যে কবিতাটি পড়িয়ে এলাম তাতেও যেন সেই পাতা ঝরারই বৃত্তান্ত –

That time of year thou mayst in me behold

When yellow leaves, or none, or few do hang...

- তুমি আমার মধ্যে সেই সময় দেখছো, যখন পাতা বিবর্ণ হয়ে যায় কিংবা ঝরে যায়। অর্থাৎ ঋতু চক্রের শেষ ও জীবনের শেষ এক হয়ে গেছে কবির বর্ণনায়। কলেজ থেকে বেরিয়ে এলাম শেষ বারের মত – ‘এবারের মতো বসন্ত গত জীবনে’।

**দৃশ্য চারঃ** কয়েক দিন পরে একবার যেতে হয়েছিল কলেজে আবশ্যিক বৈষয়িক কাজগুলি করার জন্য। বেরিয়ে এসে দেখি একটা ট্যান্সি, না, কোনও সর্দারজি নয়, অল্পবয়সি এক বাঙালি ড্রাইভার। প্রায় আমাদের গন্তব্য জায়গায় পৌঁছে দেয়া।

‘বাড়ি যাবেন ঠাকুমা?’ – ঠাকুমা! কেমন হোলো ব্যাপারটা? এই ছেলেটা তো এতদিন ‘বড়দি’, ‘ম্যাডাম’ এই সব নামেই ডেকেছে। আজ একেবারে ‘ঠাকুমা’? এ কি তাহলে জেনে গেছে, যে আমি রিটারার করেছি। আজ আমি আর ম্যাডাম নই, বড়দি নই, শুধুই একজন ঠাকুমা। এদেশের ‘সিনিয়ার সিটিজেন’ এর তালিকায় নবতম সংযোজন?

চিন্তা হল; একে আমি কি বলব – গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাবো? ‘ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে’ আমারও যে হাওয়া খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এ যদি আমাকে পাগল ভাবে? যদি ভাবে ‘ঠাকুমা’র ভীমরতি ধরেছে?

তাই – ভাই শক্তি, আমার গড়ের মাঠে হাওয়া হয়নি। হাওয়া খাওয়াও হয়নি। আমাদের দেশের অবসর প্রাপ্ত পুরুষ/মহিলারা, বিশেষ করে মহিলারা হঠাৎ করে বৃদ্ধ হয়ে যান। তাই গড়ের মাঠে না গিয়ে আমি গেলাম আমাদের কলেজের কাছেই ঠনঠনিয়ার কালীবাড়ি। আমি রিটারার করেছি বলে কথা! আমাকে তো এখন পরকালের কথা চিন্তা করতেই হবে। সত্যজিৎ রায়ের ‘তুলসী চক্রবর্তী’ না হতে পারি, ‘ইন্দির ঠাকরুন’ মানে চুনিবালা দেবী তো হতে পারি। বলতে তো পারি সুর করে – ‘হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে’।

**শেষ দৃশ্যঃ** অনেক দূরের এক দৃশ্য। আমেরিকার লস এঞ্জেলসের ম্যানহাটন বীচে এসেছি ছেলের সঙ্গে। অবশ্যই রিটারারমেন্টের পরো ক্যামেরা নিয়ে চার পাশের ছবি তুলছি।

রোদ ঝলমলে সকাল, অনেক মানুষ এসেছেন। কেউ এসেছেন শীতের রোদ উপভোগ করতে। কেউ বা এসেছেন মাছ ধরতে। বয়স? – মনে হয় পঞ্চাশ থেকে আশির মধ্যে। মুখে হাসি, মাছ ধরার তৎপরতা ও জীবনকে উপভোগ করার গতি ও জ্যোতি এঁদের চেহারায়া। এঁরা এক সমৃদ্ধ দেশের প্রবীণ নাগরিক। আমরা খুঁজছিলাম এমন কাউকে যিনি আমার ছেলের সঙ্গে আমার একটা ছবি তুলে দেবেন। এক বয়স্ক বিদেশী এগিয়ে এলেন – ‘দাও তোমাদের মা ছেলের ছবি তুলে দিই’। ধন্যবাদ দিয়ে আমার ছেলে ক্যামেরাটা তাঁকে এগিয়ে দিল। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল ... আশ্চর্য ছবি তুলছেন না কেন? কেমন একটা বিরক্ত মুখে আমাকে দেখছেন। হাত নেড়ে আমার ছেলেকে ডাকলেন – ‘তোমার মার এমন গোমড়া মুখ কেন? হাসতে বলো’। আমরা দুজনেই অপ্রস্তুত। হাসি হাসি মুখ করলাম। এর বেশি হাসতে তো কোনোদিনই পারিনি। এখন তো আরোই পারব না। কারণ আমাদের দেশে অবসর প্রাপ্ত মানুষ মানেই একজন হতাশ, শেষ হয়ে যাওয়া মানুষ, ষাট বছর বয়সেই যে হাসতে ভুলে যায়। দেঁতো হাসি সাহেবের পছন্দ নয়। অপ্রস্তুত আমার ছেলে সাহেবকে বলল, ‘মা একটু গম্ভীর, রিটার্যার্ড শিক্ষিকা, বেশি হাসতে পারবেন না। আপনি এমনিই ফটো তুলে দিন।’ ততক্ষণে মজা দেখতে বেশ কিছু মানুষ ভিড় করে আমাদের দেখছেন। হতভাগা সাহেব আমার ক্যামেরাও ফেরৎ দিচ্ছেন না, ছবিও তুলছেন না। এমন বিপদে আমি জীবনে পড়িনি। ওঁর সাজ পাঙ্গ দের ডেকে উনি বললেন – ‘এই রিটার্যার্ড মহিলা হাসতে পারেন না’ – চারধারে হাসির রোল উঠল। আর তার মধ্যে ঐ সাহেব আমার ক্যামেরাটা বগলে নিয়ে দুহাতের আঙ্গুল মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দাঁত দেখিয়ে আমাকে বললেন যে, আমাকে ওই রকম বত্রিশপাটি দাঁত বার করে হাসতে হবে।

এই দৃশ্য দেখছি...দেখছি... হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল আমার নীরস জীবনে – আমি সশব্দে হেসে উঠলাম বা এদের কান্ড দেখে হেসে ফেললাম। এমন হাসি আমি এই জীবনে আর হাসিনি। সে হাসি ‘ছড়িয়ে গেল সবখানে, সবখানে, সবখানে’ – ছবি তোলা শেষ। ক্যামেরা ফেরৎ দিয়ে আমার দিকে একটা ‘kiss’ ছুঁড়ে দিয়ে সাহেব বললেন, ‘Dear Ma’am, keep on smiling’.

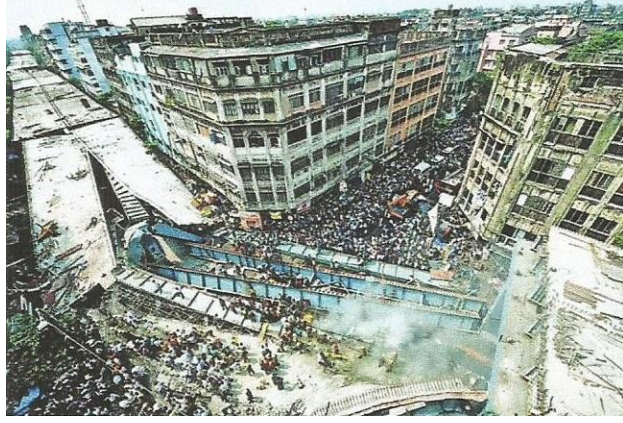
এক মুহূর্তে দেশ-জাতি-বর্ণ-ভাষার ব্যবধান গেল ঘুচো। চিরন্তন, সর্বজনীন মানবতার ভাষায় সেই নাম-না-জানা সাহেব যেন আমাকে বলে গেলেন – ‘হেসে নাও এ দু দিন বই তো নয়’।

**লেখক পরিচিতিঃ** লেখিকা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তনী; কলকাতার প্রাচীনতম, মহিলা শিক্ষার পীঠ স্থান বেথুন কলেজ থেকে দীর্ঘ অধ্যাপনার শেষে অবসর নিয়েছেন, বিষয় – ইংরাজী সাহিত্য। ‘অবসর’ এবং অবসর প্রাপ্ত মানুষের সম্বন্ধে তিনি অনেক হতাশাব্যাঞ্জক কথা শুনে এসেছেন। কিন্তু অবসর নেবার সময়ে ও পরবর্তী জীবনে তাঁর উপলব্ধি অন্য রকম – ‘রিটারারমেন্ট ও অবসর’ যে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যায়, সেটাই



তিনি এই প্রবন্ধে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

পটভূমি – কলকাতা ও এক অংশে আমেরিকা, চরিত্র ও ঘটনাগুলি বাস্তব।



## রক্ত চাই

গৌতম সরকার

রক্ত রক্ত রক্ত  
রক্তে রক্তাক্ত ভেঙ্গে পড়া ব্রিজ,  
খোঁজ চাই খোঁজ  
হতাহত মানুষের সংখ্যা হৃদিশা  
তবু চাই রক্ত; আপনার, আমার  
আহত মানুষদের প্রাণ বাঁচাবার  
রক্তের জন্যই আজ হাহাকার।  
তবুও চলছে নির্বাচন! প্রচার-  
মিডিয়া, রাজনৈতিক দল, নেতা, সেলেব  
লজ্জার মাথা খেয়ে ধরেছেন ভেঁকা

তৃণমূল সিপিএম চাপান উত্তোর  
আহতের গোঙানিতে রাত হোলো ভোরা  
ইস্টবেঙ্গল – ওয়েস্ট ইন্ডিজ – মোহনবাগান ভারত-  
ফুটবল, ক্রিকেট সবই আছে ঠিক।  
ঠিক নেই সংখ্যার আহত নিহতের  
সংখ্যাটা হারিয়েছে নিচে ভাঙ্গা ব্রিজের।  
বেহায়া সেলফিতে ভরে ফেসবুক  
‘জন্তু’-মানুষরা আজ বধির মূকা  
ক্ষতি পূরন দেওয়া হবে, আক্ষেপ কিসের?  
রক্ত চাই রক্ত, রক্ত ‘মানুষ’রা

Gautam Sarkar was born and raised in Kolkata, India. Moved to the US for higher study following graduating from Ballygunge Government high school. A research-chemist by academic training and by profession, and a Bengali writer and music lover by heart. Over all, a lover of life!



## মায়ের লেখনীতে

আমার মা ভারতী মুখার্জির কৈশোর ও যৌবন কেটেছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে। সেই সময়ে বাংলার ছাত্ররা মেতে উঠেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে, ...অবিভক্ত বাংলা জেগে উঠেছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে..দেশ মাতাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করার আশায়। আবার প্রায় সমসাময়িক কালে শুরু হয়েছিল পুরনো দিনের কলকাতার সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। মা ছিলেন এই সময়কালের বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। মার ডায়েরি থেকে মার লেখা কিছু ঘটনা অবিকল তুলে দিলাম কোনও কোনও পাঠকের ভাল লাগার আশায়। মায়ের লেখা তথ্যগুলির সঙ্গে পাঠকের যদি মতের তারতম্য হয়, এই ভেবে আগে থেকেই পাঠকের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি।

### ‘হল্ট’ অ্যান্ড ‘ফ্রেন্ড’

সে সময় খুলনা, বরিশাল বিপ্লবী ছেলেদের ঘাঁটি ছিল। সেটা খুব সম্ভব ১৯৩০ বা ১৯৩১ সাল। বাংলায় তখন বিপ্লবী ছেলেরা সাহেব খুন করে বেড়াচ্ছে। সেইজন্য সব ইংরেজ ও বাঙালী উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে দুজন করে পাঠান গার্ড থাকতো রিভলভার নিয়ে, যে কেউ তাঁদের বাড়ী যেত তখনই ওরা চেষ্টা করে উঠত ‘হল্ট’ বলে, যে যাচ্ছে তাকে হাত তুলে বলতে হতো ‘ফ্রেন্ড’। তখনকার দিনে ইংরেজকে খুন করে অনেক বিপ্লবী ফেরার হতেন। খুলনায় বাড়ী বাড়ী সার্চ করে পুলিশ তাঁদের খুঁজে বেড়াতো। আমাদের পাশে হেমবাবুদের বিশাল বাড়ী ছিল। তাঁর ছেলে গোবিন্দ ব্যানার্জি চন্দননগরে বোমা তৈরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন ও জেল হয়, পরে তিনি জেল থেকে পালান, পুলিশ তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতো, হেমবাবুর বাড়ী পুলিশে ঘিরে থাকতো; রাতে টহল দিত, যে কেউ বাড়ীর সামনে দিয়ে যেত তাকেই মুখের ওপর টর্চ ফেলে জিগ্যেস করতো, আপনার নাম কি গোবিন্দ ব্যানার্জি? আমরা এ নিয়ে হাসাহাসি করতাম, আমাদের যে সব পুলিশ অফিসারের বাড়ীর সঙ্গে আলাপ ছিল তাঁদের বল্ তাম, এ কি বোকামি, যার নাম সে কি স্বীকার করবে? তাঁরা বলতেন, কারো নাম হঠাৎ যদি জিগ্যেস করা হয় তার নাম বলে, তাহলে সেও হঠাৎ হ্যাঁ বলে ফেলতে পারে। নইলে আপনার নাম কি? জিগ্যেস করলে, সে অন্য নাম বানিয়ে বলার বুদ্ধি ও সময় পেয়ে যায়। মাঝে মাঝে হেমবাবুর বাড়ী সার্চ হতো; তখন পুলিশ এসে বাবাকে সাক্ষী হতে ডেকে নিয়ে যেত। বাবা যতক্ষণ না ফিরতেন, আমাদের খুব দুশ্চিন্তা হতো।

### অনুজ গুপ্ত

আমার বাবাও খুব স্বদেশী ছিলেন, তিনি খদ্দর ছাড়া কিছু পরতেন না, আমাদের চরকা কাটা অভ্যাস ছিল। বাবা ছিলেন গান্ধী-পন্থী। তখন আমরা কিছুদিন কলকাতায় আছি, একদিন আমি মা ও বাবা একজন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে ক্যালকাটা হোটেল এ গিয়েছিলাম, এখন যেটা শ্রদ্ধানন্দ পার্ক তখন তার নাম ছিল মির্জাপুর পার্ক, তারই উল্টোদিকে প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল এই ক্যালকাটা হোটেল। বাংলার বাইরে যাঁরা থাকতেন, কলকাতায় বেড়াতে এলে তাঁরা নিকট আত্মীয় না থাকলে এই হোটেলে উঠতেন। সেখানে আমাদের শিল্পী অসিতকুমার হালদারের পরিবারের সঙ্গে দেখা হয়। আমরা গল্প করছি একজন এসে আমাদের শীঘ্র বাড়ী যেতে বললেন কারণ অনুজ গুপ্ত বলে একজন যুবক টেগাটের গাড়ী লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিল, সে বোমা টেগাটের গায়ে লাগেনি উল্টে অনুজ গুপ্তই মাটিতে পড়ে গিয়ে পকেটের বোমা ফেটে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। অনুজ গুপ্ত খুলনার ছেলে, বাবার কাছে বহুবাব নাম শুনেছি, টেগাট তখনকার দিনের প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি, কলকাতা পুলিশের সর্বোচ্চ পদে রয়েছেন। আমরা তাড়াতাড়ি অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে বাড়ী ফিরে এলাম। বাবা সারা রাস্তা অনুজ গুপ্তের ব্যর্থতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে করতে এলেন।

## বড়মা

বিখ্যাত ব্যারিস্টার ডাবলু সি ব্যানার্জি ছিলেন দাদুর মামা। মানে মার ঠাকুমা ছিলেন ডাবলু সি ব্যানার্জির পরের বোন, মার ঠাকুমাকে আমরা বড়মা বলতুম। আমরা তাঁর পৌত্রীর মেয়ে হলেও তাঁকে খুব সক্ষম দেখেছিলাম। তখনকার দিনে খুব কম বয়সে বিয়ে হতো, কাজেই নাতি নাতনী খুব কম বয়সেই হতো। বড়মার কোন ডিগ্রী না থাকলেও খুবই শিক্ষিত ছিলেন। দাদুর সংসারে তিনিই কর্ত্রী ছিলেন ও অতি পরিপাটি করে সংসার চালাতেন। সন্ধ্যাবেলা বড়মা বসে সুপারি কাটতেন, সে সময় কত নাম করা গণ্য মান্য লোক যে তাঁর কাছে বেড়াতে আসতেন তার ঠিক ছিলনা। বড়মা নিজে লেখিকা ছিলেন, বড়মার নাম ছিল মোক্ষদা দেবী, তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালি মহিলা কবিদের মধ্যে অন্যতম, বনপ্রসূন বলে তাঁর কবিতার বই বেরিয়েছিল, কোন পত্রিকাতে মনে নেই, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী মেয়েদের বিদ্রূপ করে কবিতা লিখেছিলেন; খেয়ে যায় নিয়ে যায় আর যায় চেয়ে, যায় যায় ঐ যায় বাঙালীর মেয়ে। এই রকম একটি খুব বড় কবিতা, আমার শুধু দুলাইন মনে আছে। বড়মা একটি বড় কবিতা লিখে এর উত্তর দিয়েছিলেন, যার থেকে দুলাইন হোল; কোঁচা দুলাইয়া খায় দুধ সাবু, যায় যায় ঐ যায় বাঙালীর বাবু।

প্রথমবার শ্বশুর বাড়ী যাবার সময়ে বড়মা এমন চিৎকার করে কেঁদেছিলেন যে পুলিশ এসে পাক্কি ধরেছিল। সে সময়ের কলকাতার অন্যতম ধনী বিশ্বনাথ মতিলালের দৌহিএর সঙ্গে বড়মার বিয়ে হয়েছিল। তখন কলকাতার বৌবাজারে কোনও বাজার ছিলনা, বিশ্বনাথ মতিলাল সেখানে একটা বাজার বসিয়ে তাঁর পুত্রবধূকে যৌতুক দিয়েছিলেন, বৌয়ের বাজার এই কথা থেকে ঐ পাড়ার নাম হয় বৌবাজার।

## রবীন্দ্রনাথ

১৯৩৬ সালে শান্তিনিকেতনের মেয়েরা নিউএম্পায়ারে চিত্রাঙ্গদা অভিনয় করলে, আমরা দেখতে গেলাম। তার কিছুদিন পরে পরিশোধ নৃত্য-নাটক হোল আশুতোষ কলেজ হলে, পরিশোধের নাম পরে শ্যামা করা হয়, দুজায়গাতেই রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া সেটজে বসেছিলেন। পরিশোধে রবীন্দ্রনাথ দে দোল, দে দোল, কবিতাটি আবৃত্তি করেন, সেই-সঙ্গে তাঁর নাতনী নন্দিতা নাচলে, আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখলাম। অভিনয় হবার ১৫ দিনের মধ্যে আমি চিত্রাঙ্গদার দুটি গান অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে গেয়েছিলাম।

YWCA তে একটা গানের জলসায় আমরা গান করেছিলাম আর সেখানে পরিচয় হয় পরবর্তীকালের খ্যাতনামা অভিনেত্রী ও পরিচালিকা অরুন্ধুতি গুহঠাকুরতা ও দক্ষিণী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শুভ গুহঠাকুরতার সঙ্গে। এর পরে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘে, জোড়াসাঁকোতে ঠাকুর বাড়ীর বিচিত্রা ভবনে, মাঘ উৎসবে, এবং আরও অন্যান্য কলকাতার অনুষ্ঠানে আমরা কয়েকজন রবীন্দ্র-ভক্ত ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে পারদর্শী ছেলেমেয়ে; অরুন্ধুতি, শুভ, জর্জ বিশ্বাস, সবাই একসঙ্গে শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও অনাদি দস্তিদারের পরিচালনায় গান গেয়েছি।

## গীতবিতান

রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোতে তাঁর গানের বই গীতালির নামে একটি সম্মেলন মতো প্রতিষ্ঠা করেন। গায়ক সমরেশ চৌধুরী তার শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। আমরা চেয়েছিলাম এই সম্মেলনও গান গাইতে তবে আমরা কয়েকজন অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে এত নামজাদা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করবার সুযোগ পাইনি, তাই শুভ গুহঠাকুরতার প্রবল ইচ্ছা, উদ্দীপনা ও পরিশ্রমে ও আমাদের সবাইকার ঐকান্তিক চেষ্টায়, আমরা গীতবিতান বলে নিজেদের গানের স্কুল খুলি। সেই সময় শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাবার কোন প্রতিষ্ঠানই কলকাতায় ছিলনা। রেডিওতে পঙ্কজ মল্লিকের আসরে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখান হতো, পঙ্কজ মল্লিক ও হেমন্ত মুখার্জি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন রেডিওতে, আর ছিল কনক দাসের রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড, এ ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের তেমন প্রচার তখনও ছিলনা। আমাদের ডাঃ কালিদাস নাগের সঙ্গে পরিচয় ছিল, তিনি সানন্দে স্কুলের প্রেসিডেন্ট হতে রাজি হলেন। শৈলজারঞ্জন ও অনাদি বাবু তাঁদের নাম ব্যবহার করতে দিয়ে ও গান শেখাতে রাজি হয়ে আমাদের অনেক উপকার করেছিলেন। অনেক খুঁজে লেক মার্কেটের কাছে রাসবিহারী এ্যাভিনিউ এর ওপর একটি বাড়ী ভাড়া করা হয়, তার একতলায় হেমিওপ্যাথি ওষুধের দোকান, দোতলাটা হোল গানের স্কুল। তারই ছাদে ম্যারাপ বেঁধে, চমৎকার করে সাজিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জলসা করে আমাদের

গীতবিতান স্কুলের উদ্বোধন হয়। সেদিনের তারিখ ছিল ৮/১২/৪১, সেদিন জাপান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। আমাদের ফাংশন শেষ করে বাড়ী যাবার পরে রাত্রি দুটোর সময় জাপানের মিত্র বলে ডাঃ কালিদাস নাগ কে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই গীতবিতানই পরে কলকাতার নামি সংগীত শিক্ষায়তন হয়ে দাঁড়ায় অনেক নতুন পৃষ্ঠপোষকের সহায়তায়, তখন অবশ্য আমরা সরে এসেছি অনেকদিন আর শুভ ও আলাদা হয়ে তার নতুন স্কুল দক্ষিণী গড়ে তুলেছে।

## উপসংহার

এই রকম অনেক অনেক ছোট ছোট ঘটনার বিবরণে মায়ের ডায়েরি সমৃদ্ধ। আজকের বিশ্বায়নের যুগে এসব ঘটনা গল্প-কথা হয়ে গেছে। সেই কোন ১৯৪৭ সালে পাওয়া স্বাধীনতা আমাদের কাছে এখন পুরানো হয়ে গেছে, সবসময় তার যথাযথ মর্যাদাও বর্তমান সমাজ দিতে পারেনা; অনেক অন্যায় ও দুর্নীতির কোনও প্রতিকার হয়না স্বাধীন ভারতে। এখনকার তরুণের মনে রবীন্দ্রসঙ্গীত বোধহয় আর তেমন ভাবে আলোড়ন তোলে না। হয়তো এটাই স্বাভাবিক, এইভাবেই ঘটে সামাজিক বিবর্তন বা একেই হয়তো বলে *কালের যাত্রা*, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়।

তবে আপাতদৃষ্টিতে মূল্যহীন বলে মনে হলেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একদিন বাঙালি তরুণ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছিল, আর বাঙালির সাংস্কৃতিক নবজাগরণে রবীন্দ্রনাথের অবদান অমূল্য।

ইতিহাসের উপর-ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে বর্তমান সমাজ, তাই মনে হয় এই অতীত রোমন্থন আজকের দিনে হয়ত সম্পূর্ণ অর্থহীন নয়।



## Footnotes

- **Sir Charles Tegart** joined the Calcutta Police in 1901, becoming head of its Detective Department. He earned notoriety amongst the Bengal opponents of British rule, especially from independence activists. Tegart was reported to have survived six assassination attempts in India.
- **W.C. Bonnerjee** (or Umesh Chandra Banerjee by current English orthography of Bengali names) (29 December 1844 – 21 July 1906) was an Indian barrister and was the first president of Indian National Congress.
- **Kalidas Nag** (1892–1966) was an Indian historian, author and parliamentarian. He was nominated to the Rajya Sabha in 1952 and served till 1954.
- **Suvo Guha Thakurta** was a devotee of Rabindrasangeet. He wanted to spread it among Bengali masses which was then confined primarily to Santiniketan. On the advice of **Shailaranjan Majumdar**, he founded **Dakshinee** on 8 May 1948.

- Dwijen Mukhopadhyay received his training in music from eminent singers of Bengal including **Pankaj Mullick**, **Anadi Ghosh Dastidar** and others.
- **Bowbazar** (also spelt Boubazar) (Bengali: বৌবাজার) is a neighbourhood in central Kolkata (formerly known as Calcutta), in the Indian state of West Bengal. The neighbourhood has been at the forefront of Kolkata's changing society. Bowbazar
- bazar is said to have been part of the share of a daughter-in-law of **Biswanath Matilal**, but some historians have failed to trace or identify that person.
- **Khulna** is an old river port located on the Rupsha River. It is an important hub of Bangladeshi industry and hosts many national companies.

Reference (Footnote): [www Wikipedia.org](http://www.Wikipedia.org)

Compiled by

PradiptaChatterji



### **Bharati Mukherjee**

Bharati Mukherjee lived in Kolkata and in USA during her later years. She studied B.A. with Sanskrit honors in Ashutosh College Calcutta (1938-40).



## WhatsApp-এর মাধ্যমে পাওয়া

(1)

সকালের ড্রামা। খাওয়ানো আর পাহারা দেওয়া - এই ছিল ওর কাজ অনেক দিন। এখন তিন বাচ্চা বড় হয়েছে। নিজেরা খেলা করছে। মা বেড়াল উঠে এল ছাদে। পাশের ছাদে আরেক বিড়াল বসে। তার দিকে মুখ। একটু পরে বাচ্চারাও উঠে এল। মা সাড়া দিল না। দুই বাচ্চা আর এগোলো না। একজন একটু মার গায়ে গা ঘষতেই মা এমন খেঁকিয়ে উঠল, ভয়ে বাচ্চাটার পা পিছলে গেল। মা মুখ ঘুরিয়ে সরে গেল অন্য পাশে। বাচ্চা তিনজন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ড্রামা শেষ।



কেমন লাগলো?

(2)



When my washing machine was new, it was demure like a new bride. Now it is old and hence grumpy and whimsical. The tub rotates only after a long coaxing. The machine jumps and turns ninety degrees as if in refusal. It shakes so much that I have to put my body against it to make it stable. Of course, it needs to be replaced and we will do that soon. But in my heart I feel that I have enjoyed its pranks immensely. They have created ripples in my placid daily chores.

The complexity of human mind is intriguing.

(Extracts from WhatsApp communications of Bharati Ghosh)



**Bharati Ghosh**

Bharati Ghosh (Damayanti's mother) was in Vestal in the early 2000s. Now back in Kolkata, she checks on the whereabouts of the Bengali community on a regular basis.



Ella Bagchi  
Age 7

Giving Tree



Farm House

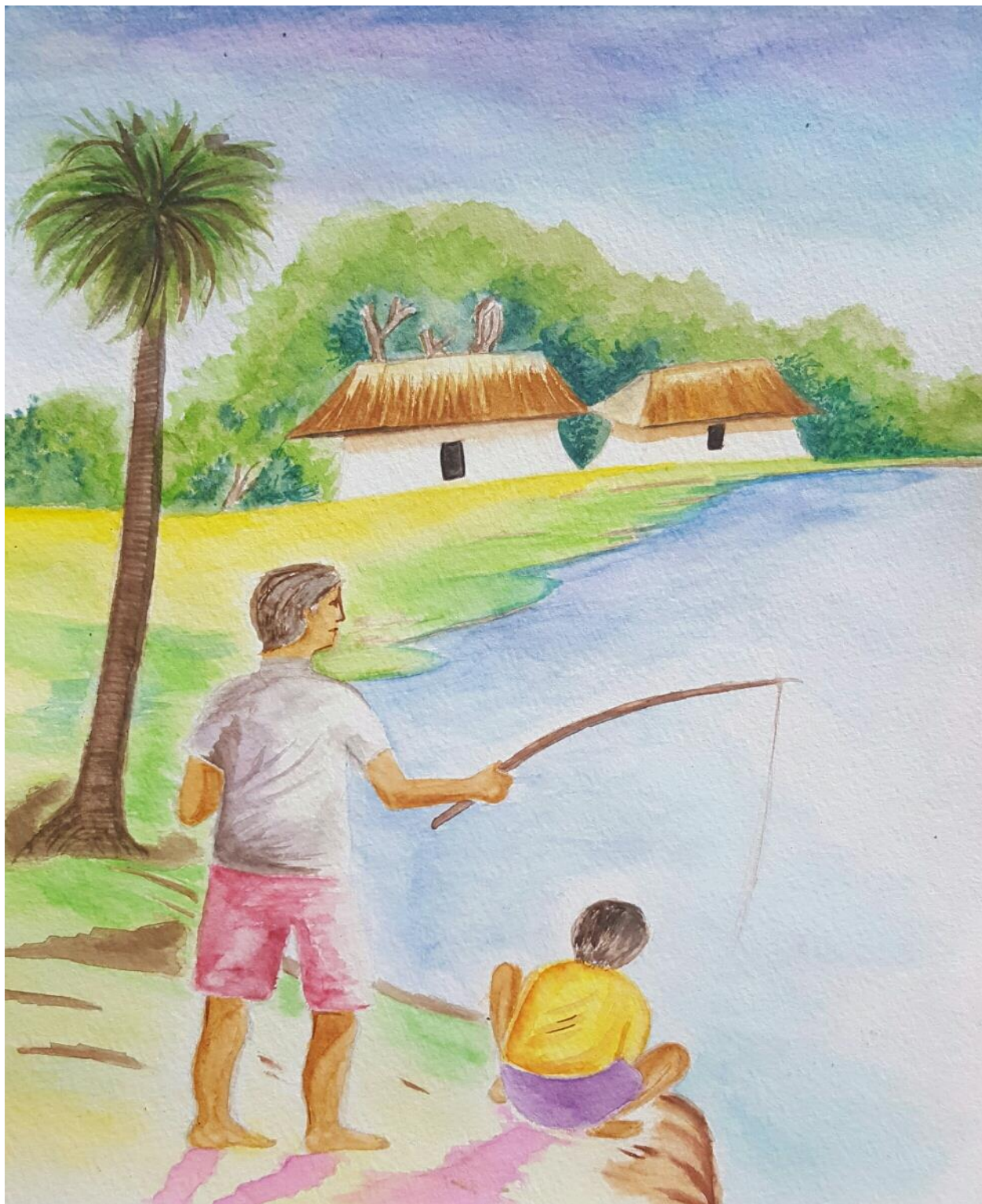


Lisa Singh  
Age 6



Rhea Singh  
Age 8





Roshni Ray  
Grade 10





Fishing Boats



The Lagoon



Amrita Banerjee

Amrita Banerjee lives in Kolkata and USA. She studied history in Loreto College, Calcutta. Her medium of painting are oil and water color.



Dal Lake

### Dipa Dasgupta

Dipa Dasgupta lives with her husband Arnab and 11 years old son Arpan in Utica, NY since 2002. Painting is her passion. She loves to paint using Water color, Oil paint, Acrylic etc. She got many prizes in All India Art Competitions.



**“Mayejhiye/Mayepoye” (Mother-Daughter/Mother-Son)**











**Damayanti Ghosh**

Damayanti Ghosh is a Vestal/Binghamton University resident for the last 15 plus years. Empty-nester for the last one year. Owner of a new camera for the last two months, thanks to a Serengeti safari this summer.

# Feminism

The damsel in distress,  
The lady daring to impress,  
Swollen by the womb of feminine call  
Freedom bound by chains  
Forged from society's bane  
Embossed by men of superior gall  
Trudged through troubles  
Ran through rubble of  
The pyramids that they once had stayed  
They stand in spite  
Of their overwhelming blight  
Of laws that were written to degrade  
I thank thee, Devi  
For building the levy  
That holds back the tide of unrest  
I thank thee, Devi  
With your copious weapons heavy  
Break open the cage of constraint  
I thank thee, Devi  
For the strength to paint  
Our own canvas  
**With kindness and wisdom, blest**



## Madhavan Murali

Madhavan is in 12th grade at Vestal central school district. He lives in Vestal and has great interest in music and science.



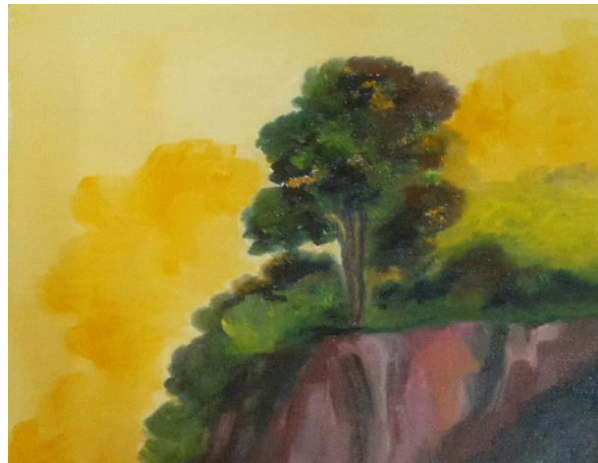
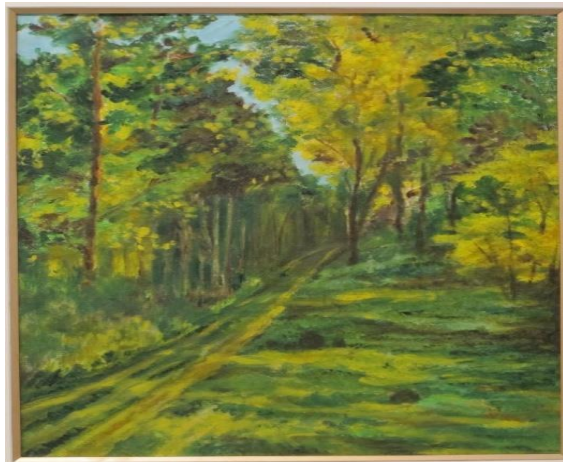
## Haikus to dusk: Words Asish Mukherjee, drawing Amrita Chatterji

Evening's laid to rest  
Dark waves like time, flow in jest  
My day's gone in haste



Sunlight starts to wane  
Blighted wishes lose their pain  
Wild dreams rule again

My friend, if you're nigh  
Watch with me the rosy sky  
Stay, don't pass me by



Share with me this dusk  
Breathe a whiff of antique musk  
There's nothing more I ask

A Haiku is a Japanese poem form usually in 5-7-5 syllable format typically dedicated to Nature. They are unique in their brevity.

# Durga Puja In America

## American Roofs ... Indian Roots

***Yaa Devi Sarvabhuteshu Buddhi Rupena Samsthitaa  
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namaha***

To The Goddess Who Dwells In All Beings As Intellect,  
I Bow Again And Again And Again – Chandi-Path

### **As An Indian American Man**

I am of any age, young, or not-so-young, or anything-but-young, but surely young-at-heart. And I come to worship my Divine Mother, the Goddess Durga, the Universal Energy, the Celestial Soul Of Strength. I adore her sublime fineries, her calm countenance and her relentless resolve. I watch her slay the Evil Incarnate Ashura. And I feel humble and grateful. And, by her grace, stable and steadfast. And inspired to be a son worthy of her.

In this far country across the seven seas from the land of my ancestors, I meet with the Ultimate Idol, who too has travelled forth from her heavenly mountain abode. We meet because distances melt in the warmth of her compassion and my constancy. We meet because once again it is the time for renewal. Of energy to excel. Of trust in truth. Of fastness of faith. She manifests out of my heart, not to prove that she is there, but because she is there.

Goddess Durga appears in texts between AD 4 and 7. An entire Upanisad, the Devi-Bhagavatam, is dedicated to her. In the section named Durga-Saptasati, every verse is venerated as a mantra. She is equated with Mahadevi, the Mother Goddess of the Bronze Age Indus Valley Civilization, 3300 - 1700 BC. And nine of her forms continue to be invoked in the nine days of the Navaratri festival.

Oh Devi, you personify the Supreme Spirit that preserves moral order and uprightness. You are the Goddess of Good Fortune. You are the Essence Of Insight, Innocence, and Integrity. You are the Source Of Sanctity. You are Nature, many-splendored and mystic. You are the Provider and the Nurturer. You are at once tempestuous and tender, strong and soft, pervasive and personal. I bow again. And again. And again.

### **As An Indian American Woman**

I am, dear fellow devotee, by definition young. As I am also ageless. I am made in the image of Goddess Parvati, the Mother of Creation. Who is on her annual visit home to her earthly family. In my vision, she is ever the epitome of beauty in its purest form. If she is astride a lion, and armed with an awesome arsenal, it is to protect the innocent from the iniquitous. In the process she lays low the forces of bias, bigotry, anger, envy, ego, greed and hate.



The young among us pray for a good spouse. And married women seek prosperity and a year of peace. Our wishes are pious. And she blesses us all. We dress in our best, bond with abandon, and feast heartily together. Maa Durga offers multiple models of female existence, as home-maker, partner, mother, care-giver, protector and provider. Women are of deified worth, the most versatile on earth, as also the preservers of the hearth.

Maa Durga's battle with barbarity rages for nine days and her victory is celebrated on the tenth day of the waxing-moon in the "Fortnight Of The Goddess (Devi Paksha)". The sacred text, Chandi-Path, recounts the destruction of demons by the Deity, also known as Chandi. It is recited over the nine nights of the duel.

God is our Heavenly Father and our Heavenly Mother. Hindus accept both the male and the female aspects of Nature and worship the Divine Being as Mother, Father, Friend, Master, Guru, and Savior. The veneration of God as Mother is unique to Hinduism. As Durga, the Purifier, she is the holy "OM", the sacred sound and greatest of all mantras. Feminine Divinity is identified with life force, beauty, benevolence, motherliness, and positive power.

Women gain dignity in Hinduism as manifestations of the Immaculate Mother. Men are disposed to sense the Devi, the divine, in all women and are thereby empowered to heal an ailing world. As Swamy Vivekananda postulated, man and woman are the two wings of the same bird. And it is not possible for a bird to fly on one wing.

### **As An American Friend Of Indian Americans**

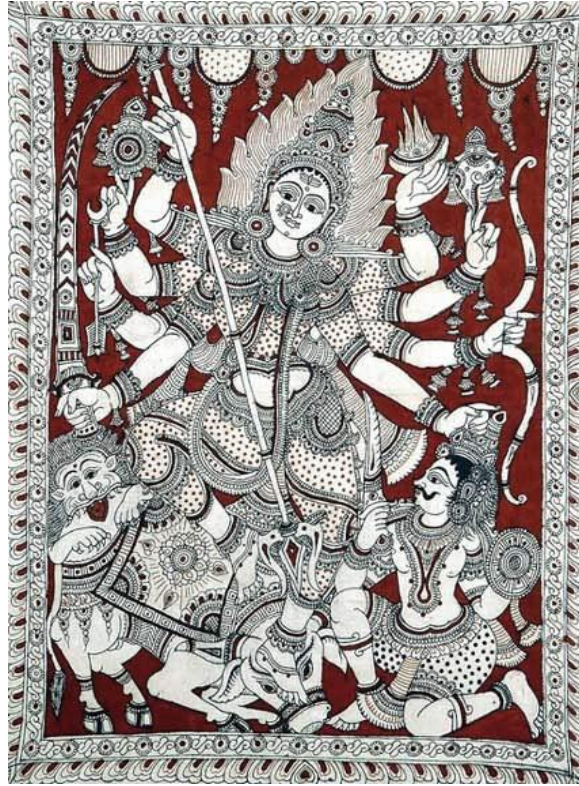
Humans are limited to three dimensions and five senses. With which they perceive and perform. The results are relative to their constraints. Yet they attempt to understand an Unconstrained God. To reduce the Absolute to the simple and meaningful, Christians believe that man is made in God's image. With much the same intent, Hindus render God in man's image. In effect, Hindus revere each virtue of God through an image. Goddess Durga symbolizes God's victory over Satan. Victory over all that is destructive, diabolic or debilitating. She embodies purity, perceptivity and perfection.

While the prayers and ancient chants are solemn, I find the ambience festive and warmly welcoming. One catches and latches on to the spirit of camaraderie and communion. No wonder India is also home to Buddhism and the Dalai Lama. Even in the thick of the fight, the Invincible Durga is sublimely serene. Which suggests, while battling our own inner demons, we must remain composed.

I believe, what goes around must come around. And as we sow, so shall we reap. Which is what the Hindu Law Of Karma is all about. There are gossamer threads that connect me to the celebration of Durga Puja. At day's end, in the words of an Indian sage, as all rivers flow out to the sea, so do all forms of prayer reach up to God.

Professor Tom Coburn, a distinguished scholar of Sanskrit, has written about Durga in his book, Encountering The Goddess. Durga is the most exalted image of feminine divinity the world has ever seen. The Museum of Fine Arts in Boston treasures a glorious granite image of Durga, gracious and graceful, her foot poised lightly over the defeated demon. Her body is delicate yet deft. And she bestows a knowing smile on all who view her.

Worship of Durga revolutionizes the way we conceive of our world, ourselves, and one another. The Divine Feminine is a synthesis of perfect power and lissome loveliness. Beauty, benevolence and bravery play a sweet symphony in her aura. She adds an ephemeral nuance to our conditioned concepts of divinity.



**Sankar Chanda**

Sankar Chanda lives in Kolkata. He is a Professor, Behavioral Scientist, and Writer; educated in University of Calcutta, and Cambridge University.

## Binghamton: the Blue and the Green...!

It is probably the  $n^{\text{th}}$  time, I asked and told myself about moving out of town in the last four years, and more possibly today, while huffing and puffing on my way to Newark International Airport. Each time, I get frustrated with the fact of traveling a minimum of 200 miles (a good three-hour drive) to reach a nearest international airport to travel home (India) and or receive family and relatives arriving from there. And it is nothing short of an adventure every time I do it.

I received my in-laws yesterday night at EWR at about 8-30 PM and we reached home at about 12-10 AM (after all the single lane construction zones at 55 MPH, at around Scranton, PA accompanied with a heavy down pour all along the way). We got home to find out that a friendly lady trying to help dad loaded a wrong suitcase onto the trolley. The airline denied all my pleading requests of sending our bag to us in exchange for this one, though my in-laws travelled in a premium class for their trip. What good is an airline who cannot oblige to such requests? What else can be a 'real need' than such situations? No airline logic can answer that! Honestly, I don't have any intention of keeping the wrong bag with me. I am willing to return it. If the airline can ship my bag home, considering my loyalty over ten years with them, they can take this bag back. Looks like I have tried to negotiate too much! Anyways, with some creaking and cracking, I headed back to Newark all the way just to get our bag and return the wrong one.

I hardly slept for 5 hours yesterday, and am back on the highway about to drive a good six hours to just exchange a bag. I am thankful that we chose Newark. Had it been JFK (New York), God knows the time frame.

Another travel woe started at home! I had a conference at Boston, for which I had a flight from BGM at 6AM in the morning. I checked in online the previous night and was all set for my trip. I reached the airport at around 5 AM. The receptionist at the airline counter was all beaming with a happy smile and notified me that, the flight was overbooked and I had no other flight till 11 AM the same day. I had to reach Boston by 10 AM by all means to sign in at the conference for my presentation that evening. Of course no questions were answered the way they should have been, and she suggested that I take the next flight from Syracuse (80 miles away) at 7 AM to reach on time. This happens only in BGM airport. It is notoriously famous for delayed flights, delayed baggage and even cancelled flights due to inclement weather conditions. People got into a habit of preparing for a day's or night's stay at their other destination. They also probably carry a spare cabin with some necessities to cope with these situations. I am not exaggerating!! Anyways, I drove all the way to Syracuse to catch the next flight and there ended that story.

As my title suggests, this is one of the priority 'blue' of a Binghamton resident. Climate is another big time back setter. A hundred and fifty days or more of snow and sub-zero temperatures that sends chills down all neurons. Close down to zero activities and scrutinized socializing schedules keeps us so melancholic at times during winter. And to add more: absolutely no desi food or vegetables! (I really don't know how I and many other hard core desi vegetarians have been surviving here all this while!) Some of them have been here a good forty years and older. I am already sounding like a hard core pessimist from Mars- isn't I?

Tell me what else can you think of when you see your neighbor's kid (same or even older than your own) wearing the same shirt (but a different color), same frock or same flip flops but a different size after all

that intelligent shopping you did yesterday, comforting yourself of all the savings you did by not buying in the peak season! Come on, what are the odds??

These and some more (can't remember at this time☺) add to the list, puts Binghamton, our favorite tinsel town on the back burner in competition to all those hopefully greener places out there in the rest of the United States. Ahem..! Ahem..! Did I just say 'greener'? Nah... not in the literal sense- BGM always wins the battle there! See- I am taking the optimistic turn

However, the point is- none of us, including me like to move out of this town. There is some magic in the air that attracts us all to this little suburb in Upstate New York.

Several times, I find myself thoroughly tired with a 'start out short- end long'; self- questionnaire and analysis. I tried discussing it with my friends and fellow *Binghamtonwaalas*, but ended up getting more tired, finding no reliable answers. The first question in the questionnaire is: "Why am I still in this town? Isn't it high time, that I made the big decision to move out! And then, the analysis follows- I think, I haven't tried hard enough to make that possible. Imagine the number of better opportunities that await me out there in the 'real' world! Hmm... Probably Texas or even a big jump to the far west- California. All my friends are up there, and some family too! More social fun, lots and lots of career opportunities, better activities for kids, a religious gratification and above all – yummy Desi food (all basic needs- not asking for more.. am I?)

At the mention of food, there is water in my mouth already. I saw posts from my CA friends and loads of pictures on FB of road side *chaat* and *pani puri* trolleys in the Bay Area. Vow! It has been a long time since I ate it like that! Good were those old college days and friends with all that fun!

I saw a couple of shows on TV telecasting second generation Indian kids show case their talent in Indian classical dances, instrumental music, and all these popular vocal singing reality shows. They have a better exposure to religion, culture and of course our cuisine. Certainly there is more scope for all these things to happen there, that are hosting a larger desi population.

This extravagant description of those cities might raise a brow! Is BGM that bad? If so, then why am I still staying here? I side-tracked too much, pardon me on that. The mind cannot differentiate between needs and wants. Ninety percent of the points discussed above are true and need based. However, as I mentioned somewhere above (I am sure I said that..!), Binghamton is indeed **greener** on the other side! Nature and peace lovers, this is your place-to-be! Watch out for all the beautiful seasons....

Fall colors literally dwell here..! Winter bash with a white Christmas and a 'peaceful' thanksgiving (including shopping) is no less! Spring blossoms with distinct colors... with daffodils and tulips showing their prowess at full glow! And...the much awaited summer spree lasts for a good ninety days and more sometimes with bright carousels, water splashes, airshows, *spiedie* fests and hot air balloon rides all over town!

No season can be labeled the best by itself, all of them are distinctly good and enjoyable. We have learned to sharpen our photography skills and recharge our cameras for the Fall; play snow angels, and skiing in Winter; enjoy walking and biking out in the early Spring; and literally celebrate Summer! The place welcomes nature lovers with all its trails and preserves. A great place to camp, picnic and live out in the safe wild. Two rivers, 'the Susquehanna' and 'the Chenango', meet each other in the heart of the town and that junction is a real treat to the eye. Desi food may be a rarity, but a 'blue moon' is an every now and then! I am serious, folks! I have seen the blue moon- 50 % brighter and 30 % brighter several times here in the last decade and probably 8 complete lunar eclipses till date.



Adding more to the happiness and magic, I must mention that it is a highly user-friendly and accessible town. Any store and activity within a driving span of 5 to 10 minutes even in peak traffic is a most wanted delight to even 'soccer moms'! A once- in -a- while 'want' can be satisfied with a quick trip to neighboring towns like Ithaca, Scranton and Syracuse, while enjoying scenic views on our homely 81 or 17 bordering our cozy little town! A small close knit community is more welcome sometimes than a chaotic-too many activities city.

To add more to the green: My family and I thoroughly enjoy our 'thanksgiving sales' every year. No pepper sprays, no long lines and queues. A very relaxed shopping spree with a minimum guarantee of 80 % success rate on the list of things you needed that year! I personally guarantee that. I will quote a wonderful example: I bought an electric two burner (very handy) spare stove at 12 \$ at Dollar General this year. And I actually forgot about it totally till the next morning (Black Friday), and it was a door buster on Thursday at 6 PM. I was very positive that I would find at least one the next day, and took my cousin along. To her surprise and my assurance we got two of them!!

This is not the same me who started out this article, but the magical air that is making me twist and turn in the optimistic maze throwing light on the ever-green perennial BGM. Hope, am I justified using the word 'tinsel' in describing it in the first place.

At this point, I am too confused and back to square one: why am I still in this town??



### **Sushma Madduri**

Ms.Sushma Madduri lives in Vestal, NY. She is a Mechanical Engineer by profession and an ardent nature lover at heart.

## Greece – a tryst with the past

This is the land where Gods once roamed and myths were born, the land where modern philosophy germinated, and Western civilization reared its head. As the flood of time has flowed down the sandy shores of civilization it has shaped and eroded many edifices of human culture. Many storms of hatred, jealousy and greed for power have swept across Man's fondest creations. Of all that is left of our mesmerising past, Greece boasts some of the most iconic remnants.

Yet, like many other civilizations that have carried the torch of enlightenment, this nation has fallen behind in the modern culture of competitive capitalism. Banks are running dry for this honest and proud nation. However, Greece enchanted me with the mingling of third world poetry with first world prose which was evident everywhere I went.

Athens has been continuously inhabited for at least 7000 years. The oldest known human presence here is the Cave of Schist, which has been dated to between the 11th and 7th millennia BCE. From 900 BCE onwards Athens was one of the leading centers of trade and prosperity in the region. Democracy was introduced in Athens by Cleisthenes as early as 508 BCE.

We alighted from our flight on a warm fall afternoon, at the modern Athens airport. After an expeditious passage through immigration, we were greeted by Vasilius, the driver assigned by AthensToursGreece our travel agency. His overused and under-maintained Mercedes did not feel like a luxury vehicle, but he was an engaging and knowledgeable man. He filled us in on his country's history as we drove into this historic city named after Athena the goddess of wisdom. Ancient Greeks believed Athena to be the guardian deity watching over her favorite city from her temple high in the Acropolis.

We arrived at Hotel Hera in the tourist quarters. Its rooftop restaurant typical of most European cities, commanded a panoramic view of the city. High above, on a rocky hill was the citadel of Acropolis. Its stately columns breathed of a seminal culture in human history. In dramatic contrast, structures below in the present city made up a concrete jungle. Its square roofed buildings of uneven height lacked the elegance of graceful red roofed houses of most European cities.



Acropolis



Restaurant in Plaka

We had dinner at a traditional restaurant in the historical neighborhood of Plaka, which had narrow serpentine streets lined with cobblestones and brightly lit stores on either side peddling usual souvenirs. We had a typical Greek dinner and watched dancers perform in traditional flowing Greek attire. People were warm and lively and midnight struck before we knew it.

Next morning we embarked on the climb for Acropolis. This is an ancient citadel located on high ground. It contains the remains of several ancient buildings of great architectural and historic significance. The word is derived from Greek meaning "highest point of city". There is historical evidence of human presence in this hill as far back as the fourth millennium BCE. Most important buildings at this site include the Parthenon, the Propylaea a monumental gateway to the Acropolis, the Erechtheion, a temple dedicated to Athena and Poseidon, the Temple of Athena Nike, and many others.

Pericles, a prominent Greek statesman began construction of the Parthenon in 447 BCE. This is a temple with Doric and Ionic architectural features. It stands on a platform of three steps and is surrounded by columns carrying a superstructure. There are eight columns in double row at either end, and seventeen on the sides. The platform on which the columns stand has a slight upward convexity meant for shedding rainwater and reinforcing against earthquakes. The columns themselves lean slightly inwards along a line that would meet a mile above the center. This Parthenon was the seat of the 13 meters tall gold and ivory statue of Athena Parthenos. This was a symbol of Athenian hegemony, expressing glory of the city and its patron deity.



Parthenon

The earliest temple to Athena at this site known as *Athena Polias*, was erected around 570–550 BCE. Many relics survive from this limestone building. Between 525–500 BCE yet another temple was built on the Acropolis by the Peisistratids (group of three tyrant rulers), which was known as the Old Temple of Athena, usually referred to as the *Arkhaios Neōs*. It was destroyed by Persians in 480 BCE. The Parthenon and the other buildings constructed by Pericles were seriously damaged during the 1687 siege by the Venetians in the Morean War when they were hit by a cannonball.

I spent hours roaming the magnificent ruins and steeped my thirsty soul in the reviving wine of the past. Looking down, I could see the columns of Zeus which were remnants of a colossal temple built in 6<sup>th</sup> century BCE. I could see amphitheaters of utmost symmetry where ancient Greeks in white tunics must have thronged in the evening to watch the enactment of human drama.



Amphitheater



Columns of Zeus



Statue of Leonid

The next day Vasius took us on a drive to Delphi. The weather was brilliant and the roads were scenic. Our driver as usual gave us a lucid summary of the history of the area. On the way we stopped at Thermopyles. In 480 BCE one of the most remarkable battles in history was fought in a narrow strip of land next to the sea. There were three hundred Spartans and seven hundred Thespians under the leadership of Spartan king Leonid. On the other side was the huge Persian army numbering one million and seven hundred thousand under the command of Xerxes. Xerxes had demanded of the Spartans that they give up their arms. To this Leonid had famously replied “come and get it”. This is inscribed under his statue at the site of battle in the

accompanying picture. Spartans had defended themselves well till they fell victim to treachery from their midst.

We had good Greek coffee at Thermopyle, and drove on up hilly roads to Delphi. Delphi had grown famous in old times as the site of “consultation with the oracle” which was widely used for taking important decisions throughout



the ancient classical world. In addition, it was considered to be the navel of the world as signified by the Omphalos, a marble monument recovered from this location.

In the classical period of Ancient Greece (510-323 BCE), the site of Delphi was believed to be determined by Zeus when he sought to find the center of the Earth by launching two eagles from eastern and western ends of the world. Their paths crossed over Delphi. Pythia, the priestess of the temple of Apollo, was established as early as 8<sup>th</sup> century BCE to articulate prophecies by Apollo. Pythia had to be an older woman of blameless life chosen from among the peasants of the area. She sat on a tripod seat over a chasm in the earth, and uttered unintelligible sounds which were translated by other priests. Some analysts say that the chasm emanated toxic gas which altered the Pythia's mental state, and her gibberish was translated by officials as they preferred. This may have been one of the earliest examples of military espionage and political maneuvering.

During classical times Delphi served as the major site for worship of Apollo who was said to have slain Python, a serpent or a dragon who lived there. Every four years starting in 586 BCE, athletes from all over the Greek world competed in the Pythian Games which was one of the precursors of Modern Olympics. Victors at Delphi were presented with a laurel crown ceremonially cut from a tree.

The ruins of the Temple of Apollo at Delphi visible today date back to 4th century BCE. It was built on the remains of an earlier temple, dating to 6th century BCE which itself was erected on the site of a 7th-century BCE construction. The most recent temple survived until AD 390, when the Roman emperor Theodosius destroyed it and most of the artefacts in order to silence the oracle. The site was completely destroyed by Christians in an attempt to remove all traces of Paganism.



The ancient theatre at Delphi is located further up the hill from the Temple of Apollo commanding a breathtaking view of the valley. It was built in the 4th century BCE. Emperor Nero visited here in 67 A.D.

The Tholos at the sanctuary of Athena is located approximately a half a mile from the main ruins at Delphi. It is a round structure, built upon a podium with a ring of columns supporting a domed roof. It was constructed between 380 and 360 BCE. It consisted of 20 columns of Doric architectural style with 10 Corinthian columns in the interior. Three of the Doric columns have been restored.



All visitors to Delphi including contestants in the Pythian Games and oracle seekers stopped to wash themselves and quench their thirst at the Castalian Spring. Pythia and the priests cleansed themselves here too before the oracle-giving process. Two fountains, which were fed by a sacred spring, still survive. This 6th century BCE fountain has a marble-lined basin surrounded by benches. Water was brought here by means of a short aqueduct and distributed by lion-headed spouts. I could not believe that this sturdy rock pool was 8 and a half thousand years old. So I got my iPhone out and verified what Vasius was saying. I kept staring in amazement.

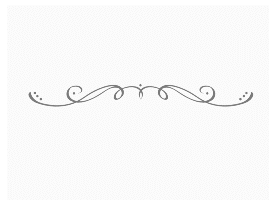


Castalian Spring



Parthenon by night

We enjoyed the beautiful country for another few days and it was time to leave too soon. As I sat on the balcony on my hotel room at night and looked up at the Parthenon gloriously lit by flood lights, it seemed to me that it was a lodestar that could guide confused human masses struggling today in the throes of ignorance.



**Asish Mukherjee**

Asish Mukherjee lives in Ohio, he is a surgeon by profession. Asish loves to read and write about travel.

## DATELINE: ORLANDO, FLORIDA

### RANDOM MUSINGS OF A TRUE-BLUE BANGALI IN A YANKEE CITY

***“Wherever I am, I am at home “ --- Rumi.***

USA and INDIA, Orlando and Kolkata, beauty of a civilized city and an utter chaos of a cluttered mega polis, law abiding citizenry and nine million with a majority trying to subvert, bend or ignore all laws, cars here and an efficient public transport there, a dream-like smooth daily life in Florida and innumerable hassles at every step to run the household in Kolkata.

Nothing could be so poles apart. Life in both the cities occupies extreme ends of the spectrum. The democratic process is running smoothly in both countries for the last 60 years. It seems this has no relation with the quality of daily life.

Two endearing qualities that seem to be ingrained in the Americans are:

- Their law-abiding nature. If a board says “Clean after your pet “, it will be followed as if it is a duty. This results in a clean environment.
- Their love for work. If the working hours are from 9 to 6, they will work spontaneously with a smile. This attitude is all pervasive, in shops, entertainment parks, garages, pumps, offices everywhere.

When I lamented about the state of affairs in Kolkata, a friend of mine mused “Give us another 150 years of an independent country, then we might be able to build up these characteristics in ourselves.”

***“Ogo tumi panchadasi tumi pnouchhile purnimate .....” Tagore.***

[Woman you are now, at full bloom of your ravishing beauty.] [Literal translation of idea]

I was luckily introduced to America through Florida, the land of eternal sunshine and incredible natural beauty. A sparse population extended the sense of space in my being. Thousands of lakes so near the sea, it is a natural wonder. Millions of flowering trees and the overarching sky, oh so blue, with fluffy white clouds presented nature in all its glory. Nothing on earth can be so beautiful.

We have imbibed and strengthened our love of nature from Tagore, his poems, songs and writings. To be bound irrevocably with the flow of nature, to feel it throb within our senses is the way to harmony and happiness. In distant Florida, the beauty of *Santiniketan* comes to mind. Numerous lines of the songs of Tagore course through my veins when I see Florida unravel its allure before my eyes.



**“Ami dite esechhi, srabanero gaan “.....Tagore**

[Here I have come, with my offering of my songs of Shraban [*Literal translation of idea*]

**“The most beautiful experience we can have is the mysterious. It is the fundamental emotion that stands at the cradle of true art and true science.”.....Einstein.**



Orlando Museum of Modern Art is housed in the spacious, huge garden beside Rollins College. The garden has been decorated with special trees and plants that are a treat to the eyes. It reminded me of the garden around *Guhaa-ghar* in Santiniketan, which was lovingly created by Rathindranath Tagore. A sprawling lake where boating is the norm, with meandering pathways surrounded the Museum. The number of exhibits was few, but presented with great artistic sensitivity. Even small folding chairs were provided for the visitors who can sit and meditate on a painting or art work. Two or three oil portraits brought to my mind the world-renowned oil paintings of *Bikash Bhattacharyya*, whose innumerable paintings are scattered all over India. We have no plans to present them in an art gallery dedicated to him. A century old tradition in Bengal has no museum for display. Utter neglect and absence of a desire to preserve them for the next generation are destroying invaluable art works in India.

**“A morning glory at my window satisfies me more than the metaphysics of books.”... Walt Whitman.**

**Leu gardens** in a secluded part of Orlando, beside **Lake Rowena** is spread over 50 acres. It is a treasure house of tropical and semi-tropical plants. Harry P. Leu, a plant-lover and a horticulturist of the first order built it up with his own funds, and gifted it to the city.

We roamed through meandering paths, with a gurgling stream for company amidst the tropical flora and fauna. Everywhere neat boards had the names and the backgrounds of the important trees written on them. “What care, what love!”

Huge 200 years old oaks stand apart majestic and awe-inspiring. Cute wooden benches are strategically placed so that visitors could wonder at a flowering tree or a multicolored plant.

We found *Dolonchampa* and *Swarnachampa* in full bloom. The heady smell was overwhelming. My mother used to pluck a lily-white *Dolonchampa* every day from our terrace-garden, which she maintained with her own hands, and place it on my book, when I sat down to study in the morning .

An unbelievable extensive *Rose garden* was in bloom, even in the warm Florida temperature. All the varieties of *Jaba* could be seen. In a lighter vein, *Mocha* and *Kanchkola* were there too.

This is the first time I saw a **Butterfly garden**. Hundreds were fluttering about, each one throbbing with its own exquisite beauty. We asked the lady how they managed to keep them in an open enclosure. She said the plants were carefully selected to attract the butterflies.

Is it culture? I was reminded of **Andre Malraux’s** book “**Les voix des silences.**”

***“Je jagaay chokhe nutana daykhara daykha”..... Tagore.***

[He who opens our eyes to wonder at every moment...] [*Literal translation of idea*]

Kolkata is a creative kettle. It was and still is the cultural capital of India. Cinema, theatre, dance, music, poetry ----- a torrent of creativity comes out of the cauldron of Kolkata. Authors, poets, dancers, artists, sculptors all have mesmerized the world through the last century and won accolades internationally. Kolkata is a name to reckon with.

The warmth and sensitivity of the people are all pervasive. Backed up by a tradition of an outstanding creative milieu, there results the outpouring of excellence in human expression.

Wealth, a high standard of living and a mechanical lifestyle possibly impedes creativity in the arts in Florida.

***“Let your life lightly dance on the edges of time. Like dew on the tip of a leaf..... Tagore.***

I am at home both in Orlando and Kolkata. The concept of a nation, I realized, is totally artificial. From Sir Cyril Radcliffe’s whimsical delineation of a boundary drawn in six weeks, sitting in an air-conditioned chamber, was born India, a nation. Tagore’s writings have emphasized the artificial concept of nationalism, which resulted in his differences with Gandhi and his political supporters. Donald Trump has promised to build a wall to separate Mexico and USA to prevent flow of persons. But Florida population is a mélange of myriad nationalities, Mexican, Spanish, Latin American, Indian, African.... That is why I am warmly received everywhere. I do not feel like a stranger, I do not stick out like a sore thumb. Kolkata also has this quality of accepting everybody with open arms. That is why hundreds of nurses from Manipur, Meghalaya and Kerala work happily in the city with dignity and honor.

Happiness is a state of mind. I am happy.



**Sujit Mukherjee**

Prof Sujit Mukherjee lives in Kolkata, he is an alumni of Presidency college; he wrote the above article during his visit to his son in Florida, USA.



## Significance of Durga Puja in Different Parts of India

Durga Puja is an annual Hindu festival celebrated in different parts of South Asia, worshipping the goddess Durga. Durga puja represents the Goddess Durga's defeat of the Demon Mahishasura, representing good over evil (Durga Puja, 2015). Durga puja is celebrated in different cities and states of India in very different and grand ways. In addition, it is widely celebrated in Bangladesh, United Kingdom, China, Nepal, United States, Europe, Australia, Indonesia, and South East Asia (Durga Puja, 2015).

In Bengal, Assam, and Odisha, Durga Puja is known by many names, each with a different meaning. Some names Durga Puja are known by are *Akalbodhan* (untimely awakening of Durga), *Sharadiya Pujo* (autumnal worship), *Sharodotsab* (festival of autumn), *Maha pujo* (Grand puja), *Maayer pujo* (worship of the mother), or puja. In East Bengal or Bangladesh, Durga Puja is known as *Bhagabati* puja. West Bengal, Bihar, Assam, Odisha, Delhi, and Madhya Pradesh, refer to this festival as Durga Puja.

In West Bengal, the worship of Durga is the largest Hindu festival. It is celebrated from the sixth to the tenth day of the waning of the moon. According to the Gregorian calendar, Durga Puja is celebrated at the end of September, or the beginning of October for ten days. Hindus celebrate this festival with new gifts and clothes which they wear in the evening. In Bengal, there are carnivals which people attend, regardless of their religious background (Durga Puja, 2015).

Durga Puja is the most glamorous and largest festival in Kolkata. Kolkata is decorated with lights and an active night life. Fairy lights are used to decorate streets, alley's parks, houses, and trees. The government of West Bengal and Kolkata Municipal Corporation announce awards for best pujas. Married women smear each other with *sindoor*, ending their procession with music, and dance. There are several notable pujas done in Kolkata such as *Bagbazar Sarbojonin*, *Ahiritola*, and *Siktarbhagan*. The *Dakshineswar* temple, performs special pujas. Many people perform the *Kumari Puja* on Astami at *Belurmath* (Durga Puja, 2015).

The city of Siliguri, Mahakurma has hundreds of pujas, colorful lighting, and sounds. The oldest Durga puja's are held in Saktigarh, Deshbandupara, Halzimpura, Rabindra Sanga, and Rathkola. The oldest puja in Siliguri is Swastika Yubak Sangha. In this region, the Durga puja is the most crowded gathering. In 2007, Siliguri celebrated fifty years of celebration of the Durga festival. Recently, Sarojini Sanga completed one-hundred fifty years of celebration of the Durga puja (Durga Puja, 2015).

One of the oldest Durga Puja's in in Bengal, which began in 1510. Cooch Behar has a large Durga sculpture, known as *Borodebi* (Great Goddess). The sculpture is red color and made of clay. Today, Durga Puja is celebrated here with the royal family offering blood drops. Animals such as goats, buffalos, and pigeons, are all sacrificed. The royal family refers to Durga as a supreme deity, calling her *Boro-Devi*, meaning supreme mother (Durga Puja, 2015).

In Badkulla Nadia, thousands of people gather together to see amazing idols and beautiful light works. Badkulla Nadia is known for its cultural devotions. All clubs have annual functions such as Lakshmi puja, Rathayatra, and Rashayatra. Web developers in Badkulla developed a website to share with the world (Durga Puja, 2015).

One of the oldest Durga puja's is held in Chanduli Katwa, in a village called Chanduli, which is more than one-hundred years old. Here, goddess Durga has two hands in place of ten and Devi Durga is glorious and famous. The first *barowari puja* was held here in 1790 and is now led by Satyendra Nath Goswami Rajpara (Durga Puja, 2015).

In Gujarat, Navratri is devoted to *Amba Mataji*. Temples have visitors from morning to night. Navratri is celebrated with *garba* dances using dandias. Dances go on for nine nights in public grounds and streets (Durga Puja, 2015).

In Jharkhand, Durga Puja is celebrated with many carnivals. During the last four days of the festival, there are several visitors from various cities as well as different stalls and games for people to play (Durga Puja, 2015).

In Andhra Pradesh, Durga puja is celebrated in Vijayawada, Proddatur, Nandyala, and Hyderabad. The Durga temple in Vijayawada, is the most famous temple in Andhra Pradesh. In Nandhyala, Kurnool, Vijayadashmi is the biggest festival along with Ugadi. People buy new clothes and things for the house. The Balaji temple is the biggest one in South India. Durga Puja has been celebrated in Andhra for sixty years. Across Hyderabad, five organizations celebrate Durga puja (Durga Puja, 2015).

The festival *Golu* is celebrated in Tamilnadu. Gods and Goddess's in the form of dolls are arranged on a seven- step wooden platform. On the ninth day, *Saraswati* puja is performed. Books and musical instruments are placed on puja pedestals and worshipped. Tools are placed for *Ayudha* puja. Vehicles are washed and decorated and people perform for them. In the *Golu* festival, the *Saraswati* puja is performed as *Ayudha* puja. Festivals are celebrated on the tenth day, *Vijayadashami* (Durga Puja, 2015).

In Bangladesh, Navratri is the largest religious festival for Hindu Bengali's. Thousands of puja mandaps are set up in villages, towns, and cities. The Ramakrishna mission, Joykali Temple, and Dhakeshwari National Temple hold major pujas. Tourist departments hold major boat races on the Padma River. Places with large populations of Hindus such as Jessore, Khulna, Barisal, Gopalgani, Faridpur, Mymensingh, and Sylhet, hold several pujas. All educational institutions celebrate *Vijayadashami* for five days (Durga Puja, 2015).

Durga puja or Navratri is celebrated by Hindus in India. Celebrations take place with family and in social gatherings. Durga puja consists of shopping, gift giving, Pandal hopping, lighting decorations, and dances to observe and worship goddess Durga (Durga Puja, 2015).



Works Cited-"Durga Puja." *Wikipedia*. September 2015. Retrieved July 2, 2016.

### **Archana Susarla**

Archana Susarla lives in Vestal, NY. She is a graduate of SUNY Oneonta with a BS in Psychology. She works with Alzheimer's patients engaging them with social activity and memory stimulation.

# Waterlilies

## hobby, turned into passion

I have been always a late riser. From school days to now. Nothing would shake me awake.

Suddenly it all changed .For the last one year I get up religiously at the crack of dawn and rush to my small terrace garden. I have to catch the municipal supply water to water my plants...! Delhi's killing heat has heated up the overhead tank water to boiling point....The plants would wilt in a second. I took over the watering myself and shooed the servants away. Within two months the gardenias, the hibiscus, the roses were thriving. The birds of paradise sprouted new buds...The Mali was happy that I was so involved. Fertilizing them with meticulous timing...my Mali was enthused. .! I found I was bonding with my Mali...!



I became a member of an online gardening group and started posting photographs of my flowers...The appreciation I received was stupendous. For a beginner I was lauded. I was emboldened into doing what I always wanted to do. My dream was to grow waterlilies on my terrace. I was fascinated by the idea of growing a water garden on the terrace! Could it be possible to grow these beautiful lilies, these fantastic colors, these beautiful lily pads, yes even the leaves are varied and beautiful on my terrace, bring an entire ecosystem on my rooftop? I was fascinated by the idea.I followed step by step instructions from my mentors in the group and started...My first rhizomes (bulbs) came in March .Spring was the

time to plant.

I was mesmerized by the various stages of growth. ..I duly reported progress, regress...and



success. My first bloom came in end April. Colorado. Almost simultaneously bloomed Madame Wilfron Gonnere. Both beautiful, both so exhilarating...I couldn't get sleep at night...so excited I was.



I have done it...the big tubs with crystal clear water... small black and oranges fish swimming in shoals in the pond... and the snails religiously appearing at night...so many bees hovering on the blooms...butterflies flitting across from flower to flower ... I looked at the birds from a



distance, drinking water one looked at me with an unwavering gaze. Then lowered its head to resume drinking. Six months in and



I have got my ecosystem home...at my doorstep...!



Note: Water gardening is relatively new. It's possible everywhere provided you get six hours of sunlight. In the west. You could use heat lamps. You get the best of tubers and rhizomes in the US. And a lot of very experienced and passionate water gardeners. I am a newbie, but I am more than adequately rewarded. My thanks go to my group for their sustained efforts to encourage me to continue and have patience.



### **Bulu Dey.**



From New Delhi, India.

Retired manufacturer / exporter of ladies' special occasion dresses. She has always been interested in colors and creative things.

## **The Indian Diaspora in the U.S.A - A promising future**

As early as 1820, Indian migrants began arriving in the United States. Few in number at the time, the Indian population has surged since the 1990s to become the second-largest immigrant group in the country after Mexicans, and ahead of those born in China, the Philippines, and Vietnam. Similar to early Chinese and Japanese immigrants, Indian arrivals in the 19th century were largely unskilled and uneducated farmers. Most came to work in agriculture in California. The 1965 Immigration and Nationality Act, which removed origin-country quotas and created employment-based immigration channels, as well as subsequent legislation emphasizing highly skilled immigration provided an entry pathway for a growing number of professionals and students from India. The Immigration Act of 1990, which further refined temporary skilled worker categories and increased the number of permanent work-based visas, contributed to a rapid increase in the size of the Indian-born population. In contrast to the initial wave, the majority of post-1965 arrivals from India were young, educated urban dwellers, with strong English language skills. From 1980 to 2013, the Indian immigrant population increased ten-fold, from 206,000 to 2.04 million, roughly doubling every decade. (Migration Policy Institute).

Based on median income, Indian-born residents in the United States comprise the highest-paid group in the country. They are represented in virtually all professions including agriculture, biotechnology, business, economics, finance, information technology, journalism, management, medicine and various sciences.

As a visit to the websites of the leading universities will confirm, Indians enjoy a very substantial presence in U.S. academia. According to American Universities Admission Program, a global consulting firm, in 1997-98, a staggering 4,092 Indian professors were teaching in U.S. universities. In the same year, 33,818 students born in India were registered in 2,579 universities.

In the medical field, the American Association of Physicians of Indian Origin boasts a membership of 35,000. Fourteen out of every 100 researchers in the U.S. pharmaceutical labs are of Indian origin. And a very large proportion of scientists at the prestigious Bell Labs, including its president and several vice presidents, come from India.

Above all, Indians have come to enjoy a dominant position in the information technology (IT) industry. In an issue devoted to in-depth coverage of Indian immigrants in this industry, Fortune Magazine (May 15, 2000) noted that without Indian entrepreneurs, Silicon Valley would not be what it is today. It placed the wealth generated by them at \$250 billion, more than half of India's GDP! (Economic Times).

Indian Prime Minister Narendra Modi received a rapturous reception in New York City in September 2014 speaking to more than 19,000 people — largely Indian Americans, according to The New York Times — at Madison Square Garden. During his packed five-day visit, Modi also addressed the UN General Assembly and met with a bevy of U.S. business leaders before heading to an “intimate dinner” with President Obama. This was the first official trip to the U.S. for Modi, who was elected in May 2014. His visit not only marked an effort to repair strained U.S.-India relations, but also highlighted the growing presence of Indians and Indian Americans in American life.

### **Notable Achievements by Indians in the United States**

It is almost impossible to list all the famous and notable Indians in the United States in just a few pages. The following is just a humble attempt to name a few of them out of many who make us proud to call ourselves ‘fellow Indians’. As a community, we continue to achieve greater heights in our adopted country

and the names listed below, serve as beacons to the next generation of immigrants, eager to realize their dreams.

### **Indians in the Corporate Sector**

**Satya Narayana Nadella** is an Indian-born American business executive. He is the current Chief Executive Officer of Microsoft. He was appointed as CEO on 4 February 2014, succeeding Steve Ballmer. Before becoming CEO of Microsoft, he was Executive Vice President of Microsoft's Cloud and Enterprise group, responsible for building and running the company's Computing Platforms, Developer Tools and Cloud Computing Services.

**Pichai Sundararajan**, known as Sundar Pichai, is an Indian-American business executive. Pichai is the Chief Executive Officer of Google Inc. Formerly the Product Chief at Google, Pichai's current role was announced on August 10, 2015 as part of the restructuring process that made Alphabet Inc. into Google's parent company.

**Indra Nooyi**, who joined PepsiCo in 1994 from ABB, became the Chief Executive in October 2006. Under her leadership the company divested its restaurants to the YUM! Brands chain and acquired Tropicana and Quaker Oats. Prior to ABB, Nooyi was at Motorola and the Boston Consulting Group.

**Vikram Pandit**, the embattled CEO of Citigroup, is the other most prominent native Indian in the corner office. Prior to joining the ailing bank, he was president of Morgan Stanley's investment banking, fixed income and capital markets businesses and cofounded the hedge fund, Old Lane Partners. He is on the board of Columbia University and Columbia Business School.

**Franciso D'Souza**, a Kenyan-born Indian is the head of Cognizant Technology Solutions, which outsources IT services for its Western clients. D'Souza, 40, joined the company in 1994 when it was founded and within three years had gone up the ranks to become director of North American operations. Earlier he spent four years at various divisions of Dun & Bradstreet, developing business in Germany, the U.S. and India. He is a trustee of Carnegie Mellon University.

**Surya Mohapatra** prior to joining Quest in 1999 as chief operating officer, spent 18 years at Picker International, a New York City company that specializes in advanced medical imaging technologies; it was later acquired by GE. Quest is on the lookout for acquisitions and has tapped the capital markets in preparation for those.

**Shantanu Narayen**, is guiding Adobe in the hot field of measuring the value of online experiences, content and applications. Previously, he co-led the \$3.4 billion acquisition of Macromedia. Narayen joined Adobe in 1998 after stints at Silicon Graphics and Apple Computer. He cofounded Pictra, an early pioneer of digital photo sharing over the Internet.

### **Indian Billionaires**

**Bharat Desai**. Bharat Desai was born in Kenya in 1953. In his childhood, he lived in Mombasa and Ahmedabad. Desai received a bachelor in electrical engineering from the Indian Institute of Technology (IIT) in Mumbai and an MBA in finance from the Stephen M. Ross School of Business. Desai co-founded Syntel with his wife Neerja Sethi. Desai is a board member of several educational institutions including the John F. Kennedy School of Government at Harvard University, Students in Free Enterprise (SIFE) and the Stephen M. Ross School of Business at the University of Michigan.

**Kavitark Ram Shriram**. Since 2000, Kavitark Ram Shriram has been investing in early stage tech firms, including Zazzle, Paperless Post and Datafox, through his Sheralo Ventures. Shriram made most of his fortune as an early Google backer and has been on its board since the company was founded in 1998. He's sold or given away the bulk of his Google stock since 2012. Born in India, Shriram studied math at the University of Madras. After moving to the U.S. he joined Netscape in 1994 as an executive, then became president of Junglee, an online comparison shopping firm. He became vice president of business development at Amazon.com when it acquired Junglee in 1998. In June 2014 Shriram and his wife donated



\$61 million to engineering initiatives at Stanford University, which both of his daughters attended and where he serves as a trustee.

**Vinod Khosla.** Khosla made his early fortune as one of the co-founders of Sun Microsystems, where he was the founding CEO and chairman in the early 1980s. Khosla read about the founding of Intel in Electronic Engineering Times at the age of fourteen and this inspired him to pursue technology as a career. He attended Mount St Mary's School in Delhi. He went on to receive multiple degrees from the Indian Institute of Technology Delhi (Bachelor of Technology in Electrical Engineering), Carnegie Mellon University (Masters in Biomedical Engineering), and Stanford Graduate School of Business (MBA).

### **Indians in Politics**

**Nikki Haley** is an American Republican politician who has served as the 116th Governor of South Carolina since 2011. Prior to becoming governor, she represented Lexington County in the South Carolina House of Representatives from 2005 to 2011.

**Piyush "Bobby" Jindal** is an American politician who was the 55th Governor of Louisiana between 2008 and 2016 and previously served as a U.S. Congressman and as the vice chairman of the Republican Governors Association.

**Kamala Devi Harris** is an American attorney, politician and member of the Democratic Party, who has been the 32nd and current Attorney General of California since 2011.

**Manan Trivedi** was the Democratic nominee for Pennsylvania's 6th congressional district in the 2010 congressional election and is currently seeking the democratic nomination for the sixth district again. Earlier in his career, he won the democratic primary for congress in eastern Pennsylvania.

**Raj Goyle** is a democratic politician who represented the 87th District in the Kansas House of Representatives for four years, from 2007 to 2011. He was also the nominee for Kansas's 4th congressional district in 2010.

### **Indians in Government**

**Neel Tushar Kashkari** is an American banker and politician who is President of the Federal Reserve Bank of Minneapolis. As interim Assistant Secretary of the Treasury for Financial Stability from October 2008 to May 2009, he oversaw the Troubled Asset Relief Program that was a major component of the U.S. government's response to the financial crisis of 2007–08. A Republican, he ran for Governor of California in the 2014 election but failed to unseat incumbent Jerry Brown.

**Narayana Rao Kocherlakota** is an American economist and is the Lionel W. McKenzie Professor of Economics at the University of Rochester. Previously, he served as the 12th president of the Federal Reserve Bank of Minneapolis until December 31, 2015. Appointed in 2009, he joined the Federal Open Markets Committee in 2011.

**Dr. Joy Cherian** is the first Asian American and first Indian American Commissioner at the United States Equal Employment Opportunity Commission.

### **Indian Nobel Laureates**

**Subrahmanyan Chandrasekhar** is an Indian American astrophysicist who was awarded the 1983 Nobel Prize for Physics with William A. Fowler for his theoretical studies of the physical processes of importance to the structure and evolution of the stars. His mathematical treatment of stellar evolution yielded many of the best current theoretical models of the later evolutionary stages of massive star and black holes. The Chandrasekhar limit is named after him.

### **Indians in Space**

**Kalpana Chawla** is an Indo-American astronaut and the first woman of Indian origin in space. She first flew on Space Shuttle Columbia in 1997 as a mission specialist and primary robotic arm operator. In 2003, Chawla was one of the seven crew members killed in the Space Shuttle Columbia disaster.

**Sunita Lyn "Sunni" Williams** is an American astronaut and United States Navy officer of Indian-Slovenian descent. She holds the records for total spacewalks by a woman and most spacewalk time for a woman. Williams was assigned to the International Space Station as a member of Expedition 14 and Expedition 15.

### **Indians in Journalism**

**Fareed Rafiq Zakaria** is an Indian American journalist and author. He is the host of CNN's Fareed Zakaria GPS and writes a weekly column for The Washington Post. He has been a columnist for Newsweek, editor of Newsweek International and an editor-at-large of Time. He is the author of five books, three of them international bestsellers.

**Sanjay Gupta** is an American neurosurgeon and media reporter. He serves as associate chief of the neurosurgery service at Grady Memorial Hospital in Atlanta, Georgia and as assistant professor of neurosurgery at the Emory University School of Medicine.

**Bobby Ghosh**, an Indian-American journalist was recently named as 'Editor-at-Large' by TIME Magazine and he holds the privilege of being the first non-American to be named World Editor of the Magazine.

**Ali Velshi**, born in Nairobi, Kenya and raised in Toronto, Ontario. He is of Gujarati Indian descent. Ali is a Canadian television journalist and former host of Ali Velshi on Target on Al Jazeera America. Best known for his work on CNN, he was CNN's Chief Business Correspondent, Anchor of CNN's Your Money and a co-host of CNN International's weekday business show World Business Today.

### **Indian Actors**

**Kal Penn** is an Indian American actor, producer and civil servant. As an actor, he is known for his role portraying Dr. Lawrence Kutner on the television program House as well as the character Kumar Patel in the Harold & Kumar film series.

**Manoj Shyamalan**, known professionally as M. Night Shyamalan is an Indian-American film director, screenwriter, producer and occasional actor known for making movies with contemporary supernatural plots. His major films include the supernatural thriller The Sixth Sense, Unbreakable, Signs, The Village, Lady in the Water and The Happening. He is also known for filming and setting his films in and around Philadelphia, Pennsylvania where he was raised.

### **Indian Entrepreneurs**

**Amar Gopal Bose** is an American academic and entrepreneur of Indian descent. An electrical engineer and sound engineer, he was a professor at the Massachusetts Institute of Technology for over 45 years. He was also the founder and chairman of Bose Corporation. In 2011, he donated a majority of the company to MIT.

**Jay H. Shah** is the CEO of Hersha Hospitality Trust, which began with a modest motel in Pennsylvania and is now a \$2.5 billion hotel company.

### **Brightest Indian Young Stars**

Over 20 Indian- origin young entrepreneurs are among Forbes magazine's annual list of the world's "brightest young stars" under the age of 30 from diverse fields like finance, media, sports and education, described by the publication as "prodigies reinventing the world right now."

The young Turks in the field of finance include Ganesh Betanabhatla, 28, who was the Managing director at investment firm Talara Capital.

**Rushabh Doshi**, 29, is a trader at financial firm DW Investment Management, who specializes in high-yield and distressed debt. Chaitanya Mehra, 28, is the portfolio manager at investment firm Och-Ziff Capital Management.

In the science category, **Divya Nag**, 22, is a leading name having cofounded, Stem Cell Theranostics and StartX Med.

**Surbhi Sarna**, 28, was inspired to found nVision Medical when at age 13, Sarna suffered from ovarian cysts that were so painful they made her faint. Since doctors couldn't tell her if they were cancerous, a young Sarna vowed to create a technology to detect ovarian cancer quickly and early.

**Sayamindu Dasgupta**, 29, is a PhD student at MIT Media Lab and is vital to the Lifelong Kindergarten Research Groups Scratch project, which enables kids to program their own games, animated stories and art and share them with millions of other children around the world.

Indian immigration to the US coincided with a general increase in migration to the US from other Asian countries. However, the enormous success Indians have achieved in this country is due to certain characteristics that Indians possess in spades. An indomitable work ethic, perseverance, sincerity and a certain gratitude towards a country that has accepted and nurtured their dreams. Indians work hard to prove themselves in any profession they are in. They strive to reach the top and remain competitive in their chosen fields. From Hospitality to IT, Pharma to Trading, Medicine to Education, Insurance to Investment Banking, Indians have made a name for themselves in every sector, regardless of any obstacles that they might be faced with. They are able to make the best of any situation and opportunities that come their way and this is the recipe to their success in America. This is the tale of the Indian immigrant experience.



### **Dilip Hari**

Dilip Hari is a hotelier in the U.S. He has a finance background being a Chartered Accountant and a CPA. He also attended the Cornell University of Hotel Management. Dilip founded his own hotel management and ownership company DPNY Hospitality in the U.S. which now has over 1000 rooms under management with brands such as Hilton, Sheraton, Radisson and Best Western.

## Bits and pieces from Beijing Travel



Traveling by air China from New Delhi to Beijing was exhausting but The Beijing Capital International Airport welcomed us with charm and grandeur. This airport opened in the year of 1958 and is located in the northeastern part of Beijing. It is the second busiest airport in the world by passenger traffic, and its two terminals efficiently manage several thousands of scheduled domestic and foreign flights daily. Exclusive shopping, dining, informational and several other customer-friendly services are easily available here for thousands of customers.

China is one of the biggest countries in the world and also is one of the oldest civilizations. Its capital city Beijing is very ancient and still quite modern. Beijing had been the major city and the most important business center in China since 221 BC, and served as the capital of several royal dynasties. In 1949 Beijing became the political and cultural capital of the People's Republic of China.

Beijing thrives as the nation's political, cultural, and educational center. China's largest state-owned companies and the its major national highway, expressway, railway, and high-speed rail networks are located here.

Beijing can be considered as a center of culture and art as it is renowned for its extravagant palaces, temples, parks, gardens, tombs, walls and gates, art treasures and famous universities.



China has shown great economic growth since the late seventies, and supposedly will take the place of the second largest economy by the year 2030. Beijing's economy ranks among the most developed and prosperous in China

Beijing has unique architectural styles. The traditional style of architecture of imperial china is expressed in the structures of the symbols of Beijing, such as Tiananmen Square, Forbidden City, Lama Temple and similar other building constructions.

Located at the center of Beijing City stands the extensive **Tiananmen Square**; one of the largest and most visited landmarks in China; built in 1949 by Chairman Mao. Buildings of Forbidden City, The great hall of the people, Monument of the people's heroes, and the Mao Zedong Mausoleum surround this area.

The present square has an area of 440,000 square meters and has become a relaxing people to visit, walk, and fly kites.





Tiananmen Tower is located at the north end of the Square, originally built in 1417 during the Ming Dynasty and was the front door of the Forbidden City. Entrance to the tower was only permissible for the royal family and aristocrats until 1911 until the last feudal kingdom's existence.



The Forbidden City was constructed in the early 15th century, and was the palace-residence of the Ming and Qing dynasties. It is quite well preserved palace designed by the unique Chinese style building structure....made with wood with yellow glazed tile roof top. This colossal framework has 9000 rooms with valuable antiquities, 70 structures with a delightful imperial garden in the back. A moat and high walls surround the whole area.

Originally commoners were not permitted to enter this palace-complex. Beijing's Forbidden City now welcomes travelers from all socio-economic groups.

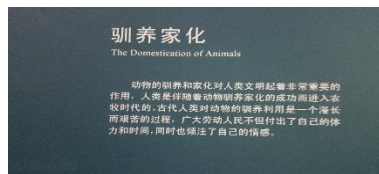


The granite **Monument of the People's Heroes** was built in 1952. Eight unusually large relief sculptures exhibit the development of Chinese modern history. Two rows of white marble railings enclose the monument. Inside the Forbidden City



During recent years Beijing has witnessed tremendous growth of new building constructions, exhibiting various modern styles from international designers which can be seen at the 798 Art Zone, which mixes the old with the new. Additionally there are much more modern architectural forms, most noticeably in the area of the Beijing CBD and Beijing Financial Street

**Beijing Natural History Museum** displays 200,000 items, including precious gems, dinosaur bones, and human archeology, to portray the natural world. Creature development history that passed for the 3 to 4 billion years is presented in details in highly condensed form here.



Fossils that recording the ancient life, lively creature specimen in different poses, and realistic nature sights are presented in chronological order regarding the prehistoric life from around one million to five hundred million years ago. Dinosaur exhibits are extensive here, the evolution of dinosaurs through different time periods satisfy spectators curiosity about the animal world.



### Evolution of Animal and Sea World.



Primitive Dog



Ancient Elephant



Stuffed Polar Bear



Most Primitive Cartilaginous Fish



## National Art Museum of China

Many big paintings glorify soldiers in particularly Chinese modes of modern realism. Occasionally a very special exhibits of one of the world's greatest painters or a postmodern Chinese artist would be held here.



**Wangfujing Street** is one of the oldest and busiest shopping streets in Beijing with approximately 100,000 visitors daily, the sale of consumer goods both retail and wholesale accounted for about 1% of Beijing's economic output in 2013.

**Qiamen Dashila** is Beijing's most ancient commercial center, with a history dating back to some 580 years in Ming dynasty. Many old shops and time honored brands are available in this 275 meter long pedestrian street



**The Silk market and Pearl market** of Beijing are two popular shopping centers for visitors. Valuable and costume jewelry, silk, leather and numerous other souvenir items are available here. Bargaining is allowed and encouraged here. The vendors speak English and are quite courteous when bargaining does not reach a ridiculous point.



**Silk scarves in Silk Market**



**Looking For Customers**

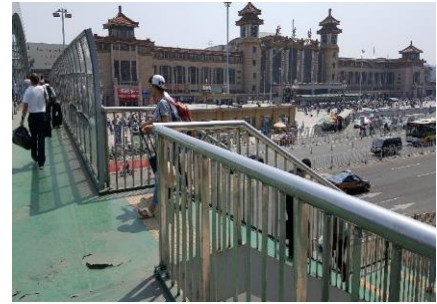


**Pearl necklaces**



**Display of Pearl Jewelry at Pearl Market**

**Beijing Railway Station**, is the city's main railway station, which opened in 1959. Beijing Railway Station had 173 trains arriving daily, Beijing West had 232 trains and Beijing South had 163. The Beijing North Railway Station, first built in 1909 and expanded in 2009, had 22 trains.



**Beijing Railway Station**

**Chinese food** is colorfully appetizing and healthy; cooked with very little oil and most dishes are steamed instead of fried. Tastes are definitely different from the popular Chinese dishes available in the USA. Various types of meat, noodles, green vegetables, and tofu are used in cooking. Fruits are commonly served as desserts.



**Tempting menu at Street-Side restaurant**



**Dinner Menu at restaurant**



**Vegetarian Chinese food made with Tofu**

#### References

<http://China.org.cn>

<http://www.beijingmadeeasy.com>

<http://www.beijingimpression.cn>

<http://www.beijingcitytourist.com>

China Travel Kit Series: Beijing by Foreign languages press.

Snap shots by Pradipta Chatterji



**Pradipta Chatterji**

Pradipta Chatterji lives in Vestal, NY and works in the field of mental health, writing is her hobby.



# Greater Binghamton Bengali Association: 2016

Committees	Participating Members
<i>Finance</i>	Utpal Roychowdhury, Dilip Hari, Sambit Saha, Pranab Datta, Samir Biswas.
<i>Publicity</i>	Utpal Roychowdhury, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas, Ashim Datta, Parveen Paul, Sambit Saha, Aniruddha Banerjee, Manas Chatterji.
<i>Puja Website</i>	Anju Sharma.
<i>Puja Magazine</i>	Pradipta Chatterji, Utpal Roychowdhury, Sohini Banerjee.
<i>Puja Ayojon</i>	Amol Banerjee (Priest), Aniruddha Banerjee, Vaswati Biswas, Damayanti Ghosh, Sheema Roychowdhury, Pradipta Chatterji, Anasua Datta, Anju Sharma, Shamla Chebolu, Abha Banerjee, Maitrayee Ganguly.
<i>Prasad &amp; Bhog</i>	Vaswati Biswas, Subol Kumbhakar, Pradipta Chatterji, Sheema Roychowdhury, Damayanti Ghosh, Shamla Chebolu.
<i>Decoration</i>	Damayanti Ghosh, Anju Sharma, Vaswati Biswas, Parveen Paul.
<i>Lunch &amp; Dinner</i>	Dilip Hari, Subal Kumbhakar, Samir Biswas, Ashim Datta.
<i>Pratima Transfer</i>	Sambit Saha, Samir Biswas, Subal Kumbhakar, Sujoy Chakrabarty, Pankaj Saha.
<i>Local Artist Cultural Program</i>	Ruby Biswas.
<i>Invited Artist Cultural Program</i>	Dilip Hari.
<i>Audio Visual Setup &amp; Stage Management</i>	Sambit Saha, Aniruddha Banerjee.
<i>Hall management</i>	Samir Biswas, Sambit Saha, Dilip Hari, Sheema Roychowdhury, Anju Sharma, Maitrayee Ganguly.
<i>Reception</i>	Utpal Roychowdhury, Samir Biswas, Sambit Saha.
<i>Cross Functional Coordination</i>	Utpal Roychowdhury, Sambit Saha, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas, Subal Kumbhakar.
<i>Patrons &amp; Donors</i>	Manas Chatterji, Kanad & Indrani Ghosh, Subimal & Sudipta Chatterjee, Hiren & Dipali Banerjee, Sumit & Sudeshna Ray.

# Greater Binghamton Bengali Association: 2016

Saturday, October 1, 2016

## Durga Puja Programs

Morning Session:	
8:00 AM – 12:30 PM	Puja (Pushpanjali at 12:15 PM)
12:30 PM – 1.30 PM	Prasad + Vegetarian Lunch
1:30 PM – 2:00 PM	Dashami Puja + Pushpanjali + Bisharjan
2:00 PM – 2:30 PM	Sindoor Utsab + Bijoya + Dhak

2:30 PM – 5:30 PM	Break (volunteers assemble in ICC at 5:15 PM)
-------------------	---

Evening Session:	
5:30 PM – 5:55 PM	Sandhya Aarti + Dhunuchi Dance
6:00 PM – 6:25 PM	Local Talents – Childrens' Program
6:30 PM – 7:45 PM	Local Talent Showcase - Adults (Director and Choreographer : Ruby Biswas)
8:00 PM – 9:00 PM	Dinner
9:10 PM – 11:40 PM	Invited Artist (Parul Mishra)



# Greater Binghamton Bengali Association

invites you with your family and friends to

## Durga Puja 2016

**On October 1**

Venue: Indian Cultural Centre,  
1595 NYS Route 26, Vestal, NY 13850



An extravaganza of songs and dances based on the Bengali folk music of various genre. The program showcases the local talents.

Director &  
Choreographer:  
**Ruby Biswas**



**Parul Mishra**  
Sa Re Ga Ma - 2012

### Puja Contribution:

#### General Contributors:

Morning: \$20 per person

Evening: \$30 per person

Entire Program: \$40 per person\*

Full-time student: \$10 (optional)

Free admission for children  
(18 years or less)

\*covers all programs, lunch, dinner and entertainment.

**Patrons:** \$300/family & above

**Donors:** \$100/family & above

Additional information available at [www. Binghamtonpuja.org](http://www.Binghamtonpuja.org)



Painting by Dipa Dasgupta





Amrita Banerjee